

বাংলাদেশ-আমিরাত সম্পর্কের সুবর্ণ জয়ন্তী

৫২তম মহান বিজয় দিবস



**Bilateral trade and investment
between Bangladesh and UAE**



রঙ তুলিতে মনের কথা



Nurturing Educational Horizons
*Higher education, careers and
campuses in the UAE?*



প্রবাসীদের কষ্ট ও বিড়ম্বনা

bangla expressTM

বাংলা এক্সপ্রেস

দেশে ও প্রবাসে বাংলার মুখ

Registration No. DA 6051

বাংলাদেশের ৫২তম বিজয় দিবস উপলক্ষে বিশেষ সংখ্যা

Year 13 | Issue 12 | December 2023

Wishing everyone on
52nd Victory Day of Bangladesh
and
52nd National Day of UAE



Alhaj Md Yakub Shoinik

Chairman & Managing Director
YS Group of Companies



Sr. Vice President
Bangladesh Association,
Dubai



General Secretary
Bangladesh Business Association
Al Awir

 **FARMHOUSE**

CHAIRMAN

Future Home Real Estate Group of Companies

KBN Restaurant Group of Companies

Mohammad Shoinik Goods Wholesellers Company LLC

YS Farm House, Madam, Dubai

Yakub Shoinik Foundation



Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman
Father of the Nation
Bangladesh



Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan
Father of the Nation
United Arab Emirates

May God have Mercy on them.

Editor & Publisher:
Mohd. Haroonur Rashid

Executive Editor:
Mamunur Rashid

News Editor:
Mohammed Yasin Selim

Assistant News Editor:
Abdullah Al Shahin

Sub Editor
Mohammed Nazmul Haque
Mohammed Taj Uddin

Divisional Editor:
Azizur Rahman Dulal

Sales & Marketing
Mehadi Yousuf Molla

UAE Bureau Chief:
Syed Khorshed Alam

Cover Design:
Z A Khan George

Advertising Agency (Dhaka):
Idea Gallery Events & Advertising
Tejgaon Link Road
Dhaka - Bangladesh
Tel: +880 131 4099141

Advertising Agency (UAE):
Marwan Advertising & Publishing LLC
Ajman, UAE
+971 55 228 7869

Email:
benews247@gmail.com
banglaexpressonline24@gmail.com



facebook.com/banglaexpressonline

সম্পাদকীয়

পেরিয়ে গেছে ৫২ টি বছর। বদলেছে ১১টি সংসদ। প্রজাতন্ত্রের সিংহাসনে অধিষ্ট হয়েছেন অর্ধ ডজনধিক রাষ্ট্রনায়ক; তবুও বদলেনি বাংলাদেশ-আমিরাতের সুখ-দুঃখের বন্ধুত্ব। শিক্ষা-সংস্কৃতি, ব্যবসা-সংহতি সবকিছুতেই মিশে আছে দু'টি দেশ অন্তরঙ্গভাবে, এ যেন দুই রাজার এক দেশ, সংযুক্ত আরব আমিরাত আর গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।

দুই দেশের রাষ্ট্র প্রধানগণের একান্ত বন্ধু প্রতিম ভালবাসার ফসল আমিরাতে অবস্থানরত বাংলাদেশীদের যথাযোগ্য মর্যাদায় কর্ম সংস্থান ও বৈদেশিক মুদ্রার যোগান। বর্তমানে আমিরাত ৩য় বৃহত্তম দেশ, যেখান থেকে বাংলাদেশের রিজার্ভ ফান্ডের পরিধি বাড়ে। সমাধান হয় দেশে অপেক্ষায় থাকা লাখো পরিবারের ভরণ পোষনের। গড়ে ওঠে আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের আধুনিক শিক্ষা ও প্রজ্ঞার ধারক-বাহক। আমিরাত প্রবাসীদের পক্ষ থেকে দুই দেশের রাষ্ট্র নায়কদের প্রতি স্বশ্রদ্ধ সম্মান প্রদর্শন পূর্বক কৃতজ্ঞ আমরা।

আমিরাতের প্রথম বাংলা-ইংরেজী মাসিক পত্রিকা বাংলা এক্সপ্রেস এবার পা রেখেছে যুগান্তরে। সাহসী পদক্ষেপ, সুষ্ঠু ধারার সাংবাদিকতা, প্রবাসে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি বিকাশের অন্যতম মাধ্যম এই পত্রিকাটি সাড়া জাগিয়ে যাচ্ছে দেশ ও প্রবাসে অবস্থানরত বাংলাদেশীদের মনে প্রাণে। এবার সংযুক্ত আরব আমিরাতের জাতীয় ও বাংলাদেশের বিজয় দিবস উপলক্ষে প্রকাশিত হচ্ছে এর বিশেষ সংখ্যা। দেশ ও প্রবাস থেকে যারা লিখনী ও বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে এর অগ্রযাত্রায় ভূমিকা রাখছেন, সু-পরামর্শদাতা, কলা-কুশলী, পাঠক ও শুভানুধ্যায়ী সহ এ যাবতকালের পরিচালনা পর্ষদের সকল সদস্যদের প্রতি বাংলা এক্সপ্রেস কৃতজ্ঞ থাকবে আজীবন।

লিখলেই হয় না শেষ, শুকায় না কলমের কালি, বাংলাদেশ দূতাবাস ও কনস্যুলেট কর্তৃপক্ষ বাংলা এক্সপ্রেস এর সাথে যে সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছে তা ফুরাবে না কৃতজ্ঞতার লিখনীতে কখনোই। আমিরাত সরকার এর প্রকাশনা অনুমোদন দিয়ে বাধিত করেছে দুই দেশকে ভালবাসার ডোরে, শুকরান জাবিলান ইয়া হুকা মাল ইমারাত।

যে সকল অকুতোভয় বীর সেনাদের বুকের তাজা রক্তের বিগনিমে অর্জিত এই বিজয়, তাদের প্রতি স্বশ্রদ্ধ সালাম জানিয়ে রুহের মাগফেরাত কামনার সাথে সাথে তাদের শোক সন্তপ্ত পরিবারের সাথে সহমর্মিতা জানাচ্ছি।

আমিরাতে প্রবাসী সকল বাংলাদেশী ভাই-বোনদের প্রতি রইল বাংলাদেশের বিজয় দিবসের একরাশ রক্তিম ভালবাসা ও প্রাণঢালা শুভেচ্ছা।

মো: হারুনুর রশীদ
সম্পাদক ও প্রকাশক
বাংলা এক্সপ্রেস



Dhaka Office:
10/C, Nayapaltan
(Ground Floor)
Dhaka - 1000

Chittagong Office:
Shobdomala, Khan Plaza
Nasir Ahmed Chowdhury Road,
Andarkilla,

Faridpur Office:
RM Center, Ground Floor
Alfadanga Bazar, Faridpur

UAE Office:
Marwan Advertising &
Publishing LLC
Rashidiya 2, Ajman - UAE

Printed at: M/S. Parvez Printing & Packaging, 266/1, Fakirapool, Dhaka-1000, Bangladesh



Consulate General of Bangladesh

Dubai & Northern Emirates

বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল, দুবাই-এর কনসাল জেনারেলের

শ্রুভেচ্ছা বার্তা



১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিশ্ব মানচিত্রে জন্ম হয়েছিলে এক নতুন দেশের - যার নাম বাংলাদেশ। আর মধ্যপ্রাচ্যে ১৯৭১ সালের ২ ডিসেম্বরে জন্ম হয়েছিল এক নতুন দেশের - যার নাম সংযুক্ত আরব আমিরাত। দ্বিতীয় দেশটির অর্থনীতির ভিত্তি ছিল তেল থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব আয়। কিভাবে এ দেশটি মরুভূমির এক জেলেপলী থেকে আধুনিক মরুদ্যানের পরিণত হলো তার গল্প আমাদের জানা। কিন্তু প্রথম দেশটি কিরূপে একটি যুদ্ধবিশিষ্ট ধ্বংসস্তূপ ও শূন্য কোষাগার থেকে যাত্রা শুরু করে ধীরে ধীরে আজ বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেলে পরিনত হলো তা বিশ্ববাসীর কাছে বিস্ময়।

একই বছরে জন্ম নেয়া ভ্রাতৃপ্রতিম এই দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় ১৯৭৪ সালে সংযুক্ত আরব আমিরাতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক সফরের মধ্য দিয়ে। সেই সফরে সংযুক্ত আরব আমিরাতের জাতির পিতা শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল নাহিয়ানের সাথে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক সাক্ষাতের মধ্য দিয়ে দুই দেশের সম্পর্ক এক অনন্য উচ্চতায় অধিষ্ঠিত হয়। সেই সম্পর্কের পঞ্চাশ বছর বা সুবর্ণ জয়ন্তী আমরা উদযাপন করতে যাচ্ছি। এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় দুই দেশের মধ্যকার সম্পর্ক বহুমাত্রিকতা পেয়েছে।

বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল দুবাই ও উত্তর আমিরাত অর্থনৈতিক কূটনীতির পাশাপাশি বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস ও বঙ্গবন্ধুর কালজয়ী অবদানকে সমগ্র বিশ্বে আরও পরিচিত করার সুযোগ করতে সাংস্কৃতিক কূটনীতির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। বাংলাদেশের ঈর্ষণীয় উন্নয়ন সাফল্য, ঐতিহাসিক অর্জন ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তুলে ধরা হচ্ছে বিশ্ববাসীর কাছে। এর মধ্যদিয়ে সংযুক্ত আরব আমিরাতসহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ককে আরও অর্থবহ ও শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে দুর্লভ সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

বাংলাদেশ বইমেলা দুবাই, সাংস্কৃতিক সেতুবন্ধন উদ্যোগ, চিত্র কর্মশালা ইত্যাদি আয়োজন এদেশে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক কূটনীতিতে এক নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে। বাংলাদেশের কূটনৈতিক রূপান্তরের এই ঘটনাকে সরকারের নীতি নির্ধারণে শক্তিশালীভাবে তুলে ধরতে পারলে এবং যথাযথ বাস্তবায়ন ঘটলে 'উন্নয়নশীল' দেশ হিসেবে বাংলাদেশের নতুন যাত্রা সন্দেহাতীতভাবে আরও সম্ভাবনাময় হয়ে উঠবে। মহান বিজয় দিবসে এ আমাদের একান্ত প্রত্যাশা।

বি এম জামাল হোসেন

কনসাল জেনারেল

বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল, দুবাই

An overall Scenario of bilateral trade and investment between Bangladesh and the UAE

Bangladesh and the UAE continue historical bilateral relationship since 1974. Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman visited the UAE in March/1974. The founding father of the UAE, His highness Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan visited Bangladesh in May 1984. These two visits by the founding fathers of the two nations put the corner stone of the bilateral relationship which has been strengthened till the date and is spanning over all avenues of bilateral cooperation. The two countries are going to celebrate 50 years of Diplomatic relationship in 2024.

With the same legacy of relationship our Honorable Prime Minister Sheikh Hasina visited UAE in 2009, 2011, 2014, 2015, 2020 and 2022. With such visits of the leaderships of the two countries bilateral trade, investment and Co-operation are increasing over the years.

Bilateral Trade: Major exports to the UAE: Woven garments, Knitwear, vegetables, jute goods, leather and leather goods, fruits, fish, footwear, ceramic and handicrafts etc.

Major imports from the UAE: Natural gas and crude oil, gravel and crushed stones, cotton, plastic and fertilizers, iron and steel etc. Bilateral trade between the UAE and Bangladesh is 1.9 billion USD which is greatly in favour of the UAE. Total export to the UAE from Bangladesh of the last four FYs including current year are as follows:

FY	Export in USD million
2019-2020	- 294.9
2020-2021	- 495.9
2021-2022	- 864.2
2022-2023	- 543.7
2023-2024	- 174.73
(up to October 2023)	

FDI from the UAE : UAE is the 5th largest foreign investor as a country in Bangladesh.



As on September/2022 529.74 million USD has been invested in different sectors like textile, banking, ceramic, chemicals, Pharmaceuticals and infrastructural sectors.

Till date Bangladesh has received 192.85 million USD as economic assistance from the UAE out of Which USD 175.65 million as project loan and USD 17.2 million as grants.

More FDI from the UAE can be sought for LNG terminal, power sector, port management, Blue economy portfolio investment and infrastructure development projects. The UAE has the opportunity to invest in textile, leather industry, jute and jute products, electricity, renewable energy, bio- technology, tourism and ICT sectors. The UAE authority and the investors have a huge capacity to invest but they are not interested in establishing new industries and they have limited capacity to implement such projects. If a local entrepreneur or investor of Bangladesh takes initiatives to implement a big project, the investors of the UAE may provide funding in it. The BIDA can ask for specific proposal of such projects, from the concerned ministries/ divisions. After receiving those projects these may be placed for the consideration of the UAE authorities/potential investors. Potential products of Bangladesh for export to the UAE:

Pharmaceuticals, sacks and bags, ceramic products, leather products, saplings, vegetables etc.

Visit of Hon'ble Prime Minister and MoUs signed with the UAE related to investment prospects in Bangladesh:

During the five day UAE visit by Honorable Prime Minister Sheikh Hasina in March 2022, Bangladesh and the UAE signed four MoUs, aiming to boost bilateral cooperation between the two countries. The instruments are: MoU on Cooperation in Higher Education and Scientific Research between Bangladesh and UAE. MoU on Cooperation between Bangladesh Institute of International and Strategic studies (BI-ISS) and the Emirates Centre for Strategic studies and Research (ECSSR). MoU on cooperation between the foreign services academies of the two countries, and MoU on cooperation between the Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industry (FBCCI) and Dubai International Chamber.

During the visit of the Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina to the UAE on 17-19 February, 2015, four Memorandums of Understandings (MoUs) were signed on the Investment, Trade and Power Sector. The government of Dubai and Public Private Partnership (PPP) authority under the Prime Minister's Office signed the first

MoU to set up a port, dry port, and an industrial park in Bangladesh. The second MoU was signed between Emirates National Oil Company (ENOC) and Power, Energy, and Mineral Resources of Bangladesh, to supply LNG to Bangladesh on a long-term basis and develop a land-based LNG receiving terminal in Payra. The third MoU was signed between Sheikh Ahmed Dalmook Al Maktoum and the Power Development Board of Bangladesh (PDB). The objective of this MoU was to set up an integrated 800-1000 MW LNG power plant in two phases. There will also be a 100MW solar power project. The fourth MoU was signed between the private office of Sheikh Ahmed Dalmook Al Maktoum and the Bangladesh Investment Development Authority (BIDA). The focus of this MoU was on setting up a special economic zone in Matarbari. They wanted 300 acres of land where they would set up a company for investment. By signing these MoUs, the Hon'ble Foreign Secretary said, the possibility of opening new doors has been created for trade and business between Bangladesh and the UAE.

Lulu Group International and NMC Group, two of the major trade bodies of UAE expressed interest in investing in specialized healthcare, hotels, shopping and tourism sectors in Bangladesh. Chairman and Managing Director of LuLu Group Yusuff Ali and Founder and Chairman of NMC Group BR Shetty expressed their interest during a courtesy call on Prime Minister Sheikh Hasina at her hotel suite in Abu Dhabi. Honorable Prime Minister assured the Chairman of Lulu Group about allotment of necessary land and urged to visit Bangladesh for experience in the field for the implementation of their commercial plan. Besides, she also urged the Chairman of Lulu Group to invest in food processing industry and special economic zones in Bangladesh. Hon'ble Prime Minister welcomed the interest of NMC Group and urged them to come up with an offer to build hospitals for the treatment of cancer and cardiovascular diseases. Communication with these two groups will be continued and more companies like these groups will be attracted to invest in Bangladesh.

Bangladesh imports 7 million tons of raw materials for the production of plastic



products per year. This industry's growth is around 20%. However, there is no petro-chemical raw material producer in Bangladesh. The UAE investors can invest in the production of petro-chemical raw materials in the special economic zones of Bangladesh. Special initiative can be taken in this regard.

In the semiconductor industry, the UAE controls about 25 percent of the world's business. This type of investment can be possible in the 28 under construction high-tech parks/IT parks in Bangladesh. The concerned people should be contacted in this regard.

A Memorandum of Understanding (MoU) was signed between the FBCCI and the UAE Chamber in 2011. The implementation of the MoU will help increasing the cooperation, collaboration and communication between the businessmen of Bangladesh and the UAE. Moreover, road shows for attracting the investors in UAE could be arranged since the trade and business cooperation between the two countries are increasing.

To oversee the activities of the UAE-Bangladesh Investment Company (UBICO) and monitor necessary coordination and progress, the Ministry of Foreign Affairs and the Embassy of Bangladesh, Abu Dhabi, UAE might be involved and the Ambassador to Bangladesh should be invited in the meetings in Abu Dhabi.

Due to the special skills of the UAE in the desalination and renewable energy sector,

their assistance can be taken in these two sectors.

In the year 2015, the UAE agreed to build a hospital on 110 acres of land given to Bangladesh in Rangunia of Chattagram. The Ministry of Health and Family Welfare issued no-objection to Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan the hospital building design. Since then no progress has been made in this regard from the UAE side. If the Ministry of Health and Family Welfare send a full proposal for the construction of the hospital and medical college/nursing college at that place, it could be placed to the UAE authority for approval and further progress.

Finally, The importers here in the UAE who import goods from Bangladesh feel that direct shipping or increasing the number of Air Cargoes with reduced freight and ground handling charges can greatly help them to catch up bigger market here. Moreover, It will help them to bring fresh products within the shortest possible time and improve their competitiveness in the UAE market.



Ashish Kumar Sarkar

Commercial Counsellor
Bangladesh Consulate General
Dubai, UAE

Bangladesh Needs SMART CITIZENS for SMART BANGLADESH to Realise VISION 2041



Saifur Rahman

Senior Journalist,
CEO of Pan Asian Group, Dubai

The Past: Analogue Bangladesh

When Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, Father of the Nation, introduced parliamentary democracy in the country through a very liberal constitution in 1972 – hoping the country's development could take place under a Westminster-type democracy for which the people of Bangladesh fought for a long time – it didn't work out.

Bangladesh Constitution of 1972 was one of the most liberal in the history of mankind – so much so that it didn't make provisions for a State of Emergency – something every democratic country's constitution allows the Executive Branch to exercise to deal with emergency situation. In many ways, the Constitution of 1972 was ahead of its time – for the newly-independent country – as it espoused liberal democratic principles for which certain ingredients should have been in place.

First, it needed a nationalist bourgeois industrialist group and nationalist economic power base, a morally-strong middle class and a sound civil society. Unfortunately, Bangladeshi in 1972-73 had none, other than a few rich families and a small middle class that depended on the government

handouts. Bangabandhu's liberal democracy was faced with opposition both from left and right – who took advantage of the government's liberalism to mount armed resistance.

Many small political parties then resorted to armed struggle in the name of various political ideology and made a mockery of the liberal democratic principles that forced the government to undertake repressive measures.

By 1974, the situation became so worse, that the government had to amend the constitution and declare a State of Emergency, followed by the imposition of a temporary one-party rule in January 1975 – to diffuse the situation and improve the law-and-order situation. It ended with the greatest tragedy in Bangladesh's history – the brutal assassination of Bangabandhu and his family.

This proved something that most Bangladeshis still fail to understand: Bangladesh wasn't ready for an Westminster-type liberal parliamentary democracy in the 1972.

Following decades of ups and downs, Sheikh Hasina, daughter of Bangabandhu, brought his Awami League back to power after 21 years in the opposition. In 2009,

when Sheikh Hasina returned to power with a landslide mandate, among other programmes, she had also launched Digital Bangladesh – in order to bring Bangladesh to the right side of the digital divide, as part of the government's Vision 2021. Most Bangladeshi electorate at that point of time didn't understand its significance, especially when the country was facing acute shortage of electricity supply.

While her government was busy fixing the power shortage issue with some drastic and rapid solutions, she also continued to pursue the Digital Bangladesh programme – to bring all government services online so that people don't have to queue up to receive government services.

The Present: Digital Bangladesh

When it comes to government services, you are either 'in line' – meaning queuing up in public line to receive government services manually – or 'online' – that helps you receive services through the digital platforms. From receiving a government permit to business license or driving license – this is applicable for all public services.

Online services are transparent and also make the system and users more accountable. It reduces hassles and if submitted properly, the services are delivered fast. Among other things, digital services also reduce institutional corruption. If application and documents submitted are correct, the service will have to be delivered, once the fee is paid.

Digital Bangladesh is aimed at taking the public services delivery to the public's homes – their computers. But, in order to avail Digital Bangladesh services, the public also needs to be digitally literate, i.e. they should be computer literate. In Bangladesh, most people didn't have access to computers when the programme was announced in 2009, although their numbers are reducing rapidly.

Due to the Digital Bangladesh programme, the country began to digitally transform – although slowly. Currently the country is upgrading the National Identity

ty Card programme that will strengthen the demographic database and create the backbone of the public service platform and allow the National ID card holders to access the government services, access bank account, telecom services, etc.

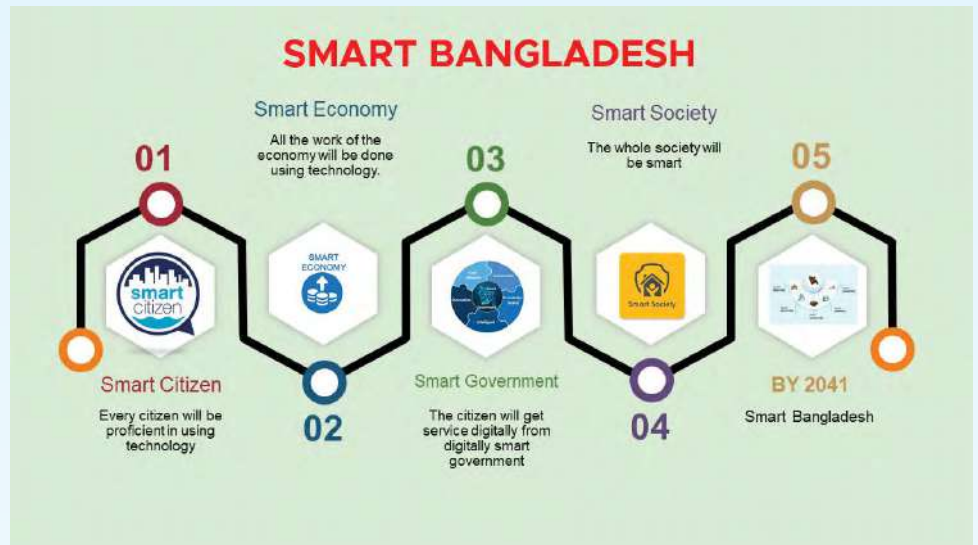
However, smartphone penetration has rapidly accelerated since 2009 so much so that the number of mobile phone subscribers for a population of 168 million shot up to 189.67 million, or more than 112 percent while Internet subscription rose to 131.89 million, or 78.50 percent in October 2023. Most Bangladeshis now use the Internet on their smart phones and are able to avail public services through smartphones.

The Digital Bangladesh platform will gradually bring all public services online – however, it has a long way to go. In order to fully implement, all government services will have to be brought under an integrated secure dynamic and digital platform where the citizens can apply for permits, licenses, renew permits – be it filing tax returns or securing government permission for various works, submitting tenders and receiving payments, etc.

Like the introduction of the Westminster-style parliamentary democracy had failed that resulted in military rule in the 1970s and 1980s, Bangladesh might not be fully ready for Digital Bangladesh due to a number of facts.

Firstly, lack of digital literacy is a major hindrance.

Secondly, and perhaps the biggest problem is corruption in public administration. Digital Bangladesh is a transparent process and it doesn't allow people to make money on the sidelines of providing public services. So, corrupt government officials will try to block this and once implemented, will create roadblocks so that the system doesn't work and force citizens to seek services manually, bypassing the digital system – something that is prevalent in various government departments.



The Future: Smart Bangladesh

The future of the world and Bangladesh is digital. However, Bangladesh needs to overcome a number of roadblocks to achieve this.

In order to accelerate the government's public service delivery online, Bangladesh government has marked Vision 2041 for achieving Smart Bangladesh – when not only government services will be available on the citizens' fingertips, but also the private sector should shift businesses from physical to digital through digital disruptions and start-up revolution.

Many Bangladeshis are confused on Digital Bangladesh and Smart Bangladesh. In simple terms, Smart Bangladesh is a natural progression of Digital Bangladesh. While Digital Bangladesh focusses on bringing public services to the citizen's fingertips through online platforms, Smart Bangladesh will shift all public, private sector and commercial activities to the digital platforms.

Smart Bangladesh Vision 2041 is about more than a futuristic Bangladesh, more than 5G internet, more than 100 percent smartphone penetration, more than 100 percent high-speed internet penetration, more than going cashless and paperless.

Smart Bangladesh is about being inclusive, about the people, the citizens of Bangladesh. Built on the 4 pillars of Smart

Citizens, Smart Government, Smart Economy and Smart Society, it is about bridging the digital divide by innovating and scaling sustainable digital solutions that all citizens, regardless of their socio-economic background, all businesses, regardless of their size, can benefit from.

Building on the launch pad created by Digital Bangladesh, Smart Bangladesh is the next major step towards realizing Bangabandhu's dream of Shonar Bangladesh, a Golden Bangladesh.

The big picture answer is that Smart Bangladesh 2041 will be defined by a number of characteristics. These are:

1. High-income: GDP per capita of at least \$12,500;
2. Poverty-free: 0% extreme poverty and under 3% poverty
3. Macroeconomically stable: Low inflation (4-5%), low deficits (5% of GDP), increased investment (40% of GDP), and increased tax revenue (20% of GDP)
4. High human development: 100% high-school education including digital literacy, and 100% health financing for everyone while making the best use of our demographic dividend
5. Sustainable urbanization: 80% urban nation with 100% electrification, majority from renewable sources
6. Service at fingertips: 100% public services paperless and cashless, and at the fingertips of 100% citizens in the way they desire

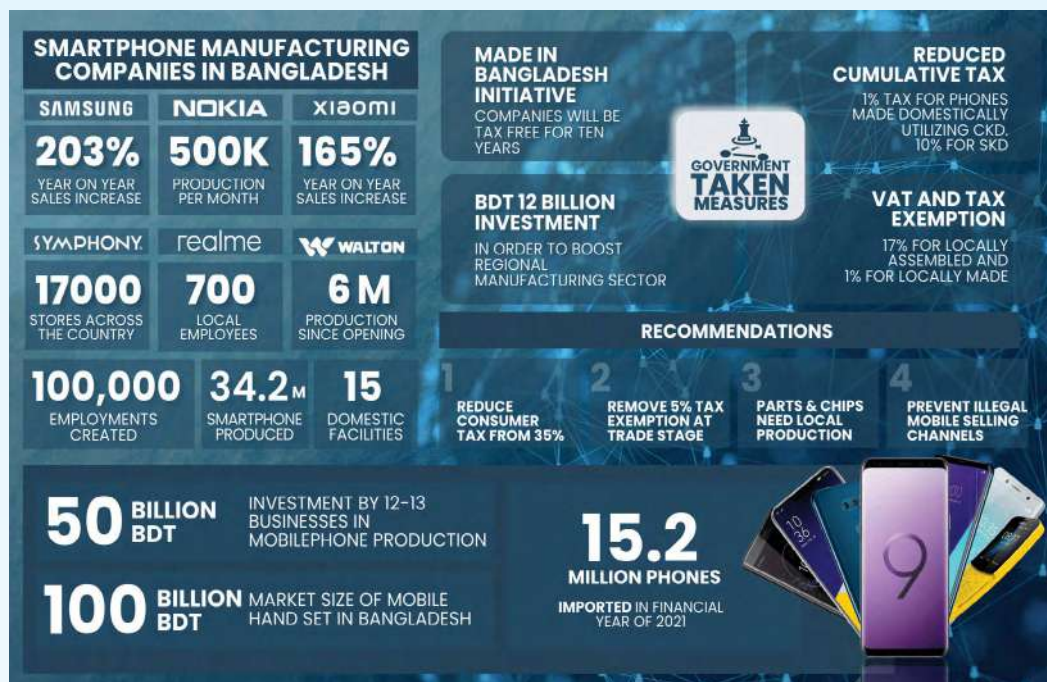
Most importantly, Smart Bangladesh is all about establishing an equitable nation—equal rights, equal opportunities, with no marginalised groups.

From ordering food to hailing a cab or renting a home or booking air tickets or hotel rooms – everything will become digital and smart. On top of these technology and innovation, powered by Artificial Intelligence, Robotics and Data Science, is leading to new developments, such as driverless cars, flying vehicles, hyper-loops – that will transport people hundreds of kilometres overland at supersonic speed. These new inventions will require new thinking and new way of life for which the people of Bangladesh will have to educate themselves, get updated and get used to these.

However, none of these could be possible without developing dynamic curricula to groom young children and prepare them for the Fourth Industrial Revolution. To change its future, the country needs to invest in its young people – develop them into knowledge workers. Because, in future they will be working in knowledge economy and living in knowledge society. Bangladeshi educational institutions should introduce curricula such as Internet of Things, Robotics, Data-Science, Big Data Analytics, Artificial Intelligence, Augmented Reality, Cyber Security, Biotechnology, 3-D Printing, etc – all the key ingredients of the Fourth Industrial Revolution.

When Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, Father of the Nation, was asked way back in 1972 about how he had planned to rebuild the economy of Bangladesh with broken infrastructure, the then 75 million hungry people, no money in the country's exchequer and no natural resources to bank on. How did he plan to develop the Sonar (Golden) Bangla?

Bangabandhu had just returned from a nine-month solitary confinement in Pakistan. Bangladesh is now an independent country – free of foreign occupation. He sank in deep thought. He was already dealing with this question. Now that the country has achieved political independence,



it needs to free the people from economic exploitation, ensure good quality of life – provide food, clothing, shelter, education, healthcare – the basic needs.

Bangabandhu knew, his country lacked natural resources, it was still an agrarian society with little or no industrialisation. Most people were illiterate and unskilled. The country's progress could only be ensured by developing and empowering people.

Then he replied, smiling – “To build the Golden Bangla, we need Golden People.”

It was a very simple, but a very powerful reply. The strength of the message had almost got lost in the simplistic nature of his reply. But it summed up his roadmap for the future of the country. So, empowerment of people was at the core of his development plan.

Many articles and analyses have been written to understand the economic miracle of Bangladesh. What are the key reasons behind the socio-economic success in the first 52 years of Bangladesh – a natural disaster-prone climate victim country, whose progress was marred by frequent military coups, political movement, corruption, nepotism and other man-made and natural calamities?

The answer lies in one simple element: the people!

Bangladesh hosts 168 million people – or half of the entire population of the United States – within a land area of 148,460 square kilometres that is slightly smaller than the US state of Florida, or slightly bigger than New York State. If half of US population was forced to live either of the states, how would the economy do in 52 years? Most people think it would have been chaotic, or a mess while others don't want to think about it!

However, the 168 million people share 148,460 square kilometres – at the rate of 1,124 persons per square kilometres – with no or very little resources, without much law-and-order incidents or social unrests, let alone chaos or a mess. That's the inner beauty and the inner power of the people of Bangladesh, and Bangabandhu understood this better than anyone else.

With two square meals a day, clothing and shelter, these 168 million people can develop themselves without any external help.

The people of Bangladesh have been at the core of the country's success in the last five decades. Despite lack of natural

resources, lack of education, basic health-care, food, hygiene, and the abundance of poverty, the country progressed well – for a single factor: its people!

The people of Bangladesh are productive enough to ensure a 5-6 percent growth in Gross Domestic Product (GDP) every year. Anything above could be attributed to the government's success.

Bangabandhu – the visionary leader of Bangladesh – knew it all along. It is the people – the Golden People, who could transform the 'Bottomless Basket' into a 'Golden Bangla'. The leadership of his daughter Sheikh Hasina – has unlocked their potential and demonstrated that possibility – as Bangabandhu did not live long to fulfil his second struggle – the struggle for economic emancipation.

Sheikh Hasina knows, if the poor people can be empowered with education, skills and other resources, Bangladesh economy will continue to grow much faster than

many other countries due to the accelerated domestic demand growth which will fuel domestic consumption and economic growth.

The case of the 4 million garments workers – 90 percent of whom are women – who belong to the lower income group, is a case in point. They are the engine of Bangladesh's economic growth. Over the last four decades, these women have developed themselves, raised family, educated their children and gradually became consumers, while fetching US\$36 billion export earnings every year.

However, the country needs massive investment in development works – to build the physical and soft infrastructure on which the future of Bangladesh will be built on. The government of Sheikh Hasina is currently investing more than US\$100 billion in building the infrastructure of Bangladesh that will help the country to grow in future.

While Bangladesh has achieved remarkable feat in its first 50 years of inception, time has come for the country to look at the next 50 years. How can Bangladesh become one of the top 15-20 large economies in the world? How can average Bangladeshis become richer than their peers in other countries?

The answer lies with the solution given by Bangabandhu: "To build the Golden Bangla, we need Golden People."

The future of Bangladesh – again – lies in its people! The government needs to invest in its people – more than before and remove the corrupt and toxic people from administration for the transformation towards a Smart Bangladesh.

The future of Bangladesh – the proverbial Golden Bangla – is Smart Bangladesh and the country needs knowledge workers and smart people to realise the Vision 2041.

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের প্রতি আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি

WADI AL SHAHAD
TYPING SERVICES

WADI AL SHAHAD
TRAVEL AGENCY

+971 55 615 0153, +971 52 787 8159
+971 43 283 695

Wadi Al Shahid Travel Agency
Wadi Al Shahid Typing Services
Al Tayer Building, Shop No: 55,56
Satwa Road, Dubai

wadialshahidtrav@gmail.com
www.hellowdubai.com

OUR SERVICES

- ✈ AIR TICKET
- ✈ DUBAI VISIT VISA
- ✈ FAMILY VISIT VISA
- ✈ TRAVEL INSURANCE
- ✈ TOUR PACKAGES
- ✈ HOTEL BOOKING
- ✈ EMPLOYMENT VISA
- ✈ PARTNER VISA
- ✈ FAMILY RESIDENCE VISA
- ✈ BUSINESS SETUP
- ✈ LOCAL SPONSOR
- ✈ CERTIFICATE ATTESTATION (MOFA)



Sahidur Rahman
Managing Director



রঙ তুলিতে মনের কথা



আবিদা হোসেন

চিত্রশিল্পী

সভাপতি, বাংলাদেশ কনসাল্টে লেডিস গ্রুপ, দুবাই

সমগ্র মানবজাতির জন্য সুন্দর জীবন নির্মাণ করাই হচ্ছে শিল্পকলার মৌল উদ্দেশ্য। আমি প্রায়ই বলি, একটি সুন্দর রঙ সুন্দর, কিন্তু তার চেয়ে বেশী সুন্দর হলো সুন্দর মুখাবয়ব, তার চেয়েও সুন্দর একটি সুন্দর মন বা চরিত্র। মন ও চরিত্রকে সুন্দর করার জন্য অন্যান্য অনেক গুণের সাথে শৈল্পিক গুণ থাকা এবং শিল্পকলার প্রতি গভীর অনুরাগ থাকা বাঞ্ছনীয়।

আর্ট হচ্ছে, ডিস্কাভারিং ইওরসেলফ, এক্সপ্রেসিং ইওরসেলফ এন্ড ক্যাপচারিং ইট। আর্ট মানে, আপনার নিজেকে খুঁজে পাওয়া। সেইটাকে প্রকাশ করা এবং ধরে রাখা। আমি জানিনা, এই সংজ্ঞাটা আর কেউ দিয়েছে কিনা। আর্টের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিচরণ করে বার বার মনে হইছে, যেই আর্ট নিজেকে আবিষ্কার করেনা, তা আর্ট হইতে পারেনা।

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাছে লিখিত একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'রূপসৃষ্টিই আর্ট, যে রূপের মধ্যে আমি একান্তভাবে অহৈতুক উৎসুক্যের সঙ্গে reality কে দেখি।' আর্ট মানুষের আবেগ ও অনুভূতির সৃজনশীল প্রকাশ। উপনিষদ অনুসারে ব্রহ্মস্বরূপের তিনটি ভাগ- সত্যম্, জ্ঞানম্, অনন্তম্; আমি আছি, আমি জানি এবং আমি



প্রকাশ করি। ব্রহ্মস্বরূপের বিষয়টিকে যদি মানুষের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়, তাহলে দাঁড়ায় মানুষই একমাত্র প্রাণী। যারা প্রথম দুটি পার হয়ে তৃতীয় স্তর তথা 'আমি প্রকাশ করি' গুণের অধিকারী হতে সক্ষম। মানুষের এই প্রকাশগুণ বা প্রকাশের ক্ষমতা ও আকাঙ্ক্ষা থেকেই শিল্পের জন্ম। প্রকাশের এই ক্ষমতা ও আকাঙ্ক্ষাকে ব্যবহার করেই একজন শিল্পী তাঁর শিল্পবস্তুটিকে অপরের নিকট উপস্থাপন করেন। শিল্পীর পছন্দ ও প্রবণতা অনুযায়ী উপস্থাপনের পদ্ধতি ও প্রকরণ হয়ে থাকে নানা প্রকার।

আপনি আর্টিস্ট, অথচ আপনি নিজেকে খুজে পান নাই। সুতরাং আপনি আর্টিস্ট হতে পারেন নাই। আর্টের মাধ্যমে আপনার নিজেকে খুজে পেতে হবে, সেইটাকে এক্সপ্রেস করতে হবে। এই জন্যেই আমি বলেছি, আর্ট মানে নিজেকে খোজা এবং ধরে রাখা।

বাংলাদেশের মানুষ শিল্প-সাহিত্য বিচারে স্বাদ বা স্যানশনকে অধিক প্রাধান্য দেয়। ভালো লাগা ও ভালো না লাগা, এ দুটি দিয়ে তারা বিচার করতে বসে সাহিত্যকর্মের। আমি ছবি আঁকছি মহৎ শিল্পী হবার আকাঙ্ক্ষায় নয়, আমার জীবনকে সুন্দর করার জন্য। আমি কেমন ছবি আঁকেছি আমি জানি

না, কিন্তু কেন ছবি আঁকি তা বলতে পারি। আমি ছবি আঁকি প্রকৃতির সৌন্দর্যকে তুলে ধরার জন্য। জীবনে যা সুন্দর এবং জীবনে যা সুন্দর নয় তাকেও দেখাবার জন্য। যে ছবি মানুষকে সুন্দরের দিকে নিয়ে যেতে পারে, সেটাই হচ্ছে মহৎ ছবি, যে শিল্পী তা পারেন তিনি মহৎ শিল্পী।

যে আর্ট রুচিসম্মত এবং ভারসাম্যবিশিষ্ট করে তোলে সেটাই প্রকৃত আর্ট। নিজের প্রতি, সমাজের প্রতি, জাতির প্রতি, বিশ্ব মানবতার প্রতি এবং প্রকৃতি বা পরিবেশের প্রতি সততা ও সচেতনতা এই সুন্দরকে প্রতিষ্ঠিত করা যায় আর্টের মাধ্যমে। শুধু নিজের কথা ভাবলেই চলে না, সমাজের বর্তমান ও ভবিষ্যতের কথাও ক্যানভাসে ফুটিয়ে তোলাই প্রকৃত শিল্পীর কাজ। আর তাই গামছাকে ক্যানভাস করে বাংলাদেশের প্রকৃতি ও বাংলার সংস্কৃতি তুলে ধরার প্রয়াস চালানই আমার সৃজনশীল কর্ম। বাংলার একজোড়া সাধারণ চেক গামছা কী শুধুই গামছা?

গামছা একটি পাতলা, অমসৃণ সূতির তোয়ালে যা ভারতের পূর্বাঞ্চল (পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ওড়িশা) এবং বাংলাদেশের বহুল ব্যবহৃত পোশাক সামগ্রী। গোসলের পর শরীর বা গা মুছতে এটি ব্যবহৃত হয়। গামছা শব্দটি এসেছে বাংলা গা মোছা শব্দ



থেকে। অধিকাংশ গামছাতেই চেকের ব্যবহার দেখা যায়। গামছা সাধারণত লাল, কমলা, সবুজ ইত্যাদি রঙের হয়।

সেলাই করা বা ছাপা পাড়ের শুধু সাদা গামছা উড়িষ্যাতে রুমাল হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং কখনো গলায় জড়িয়ে রাখা হয়। ভারত উপমহাদেশে তোয়ালের তুলনায় গামছা জনপ্রিয়, কেননা এটি ইউরোপীয় ঘরানার তোয়ালের মত মোটা নয় বরং;পাতলা। গামছা উপমহাদেশের আর্দ্র আবহাওয়ার সাথে মানানসই।

সমাজের দরিদ্র ও শ্রমিক শ্রেণীর মানুষজন গামছাকে পরিধেয় বস্ত্র হিসেবেও ব্যবহার করে। এই গামছা ব্যবহারে যেমন আরাম, তেমনি মজবুত ও টেকসই।

যদি বন্ধু যাবার চাও ঘাড়ের গামছা থুইয়া যাও
রে বন্ধু কাজল ভ্রমরারে কোন দিন আসিবেন বন্ধু
কয়া যাও কয়া যাও রে

আমাদের গ্রাম-বাংলার এমন সব লোকসঙ্গীতের মাঝে “গামছা” কথাটির অস্তিত্ব বুঝিয়ে দেয় যে, বাঙ্গালীর কাছে গামছা শুধু প্রয়োজন মেটাবার উপকরণই নয় বরং তা আমাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি।

এক কথায় বাংলার শ্বশত রূপের সাথে জড়িয়ে আছে। একজন গাড়িয়াল ভাই এর মাথায় বা বাংলার দূরন্ত দামাল রাখাল ছেলের কোমরে বাঁধা গামছা কিংবা লাজুক লাজুক কিশানী বউটির ভাত তরকারী বেঁধে আনা গামছাটি জানান দেয়, গ্রাম বাংলার যে কোনো পেশার যে কোনো মানুষের কাছে এই গামছার কদর কতখানি। উথাল নদীতে বয়ে চলা একখানি বিশাল বজরা বা কোনো শাখা নদীর ছোট্ট একখানি কোষা নৌকার মাঝিকেও আমরা গামছা ছাড়া কল্পনা করতে পারিনা।

গামছার কথা উঠলেই মনে পড়ে রবিচাকুরের সেই প্রিয় কবিতা, তীরে তীরে ছেলেমেয়ে নাহিবার কালে গামছায় জল ভরি
গায়ে তারা ঢালে।

কাজেই দেখা যায় গ্রামবাংলার দৃশ্যের সাথে গামছা যেন এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। শুধু গ্রামেই নয় এখনও শহরে গামছার বহুল প্রচলন রয়েছে। নরম সুতায় হাতে বোনা গামছার কদর বুঝি বাঙ্গালীর কাছে কখনই ফুরোবার নয়।

বাংলাদেশে গামছা ফ্যাশনের সূচনায় ব্যাপক ভূমিকা রাখেন আন্তর্জাতিক ফ্যাশন আইকন, ডিজাইনার বিবি রাসেল। তিনিই মূলত বাংলার এ ঐতিহ্যকে বিশ্বের কাছে তুলে ধরেন। এরপর থেকে ফ্যাশনের একটি আলাদা অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। গামছা নিয়ে বিশ্বের ফ্যাশন জগৎ মাতিয়ে চলছেন। আমাদের ফ্যাশন উইকে গামছা ফ্যাশন এনে দিয়েছে এক ভিন্নমাত্রা। আর এখন তো টিনএজার থেকে মধ্যবয়স্ক সবার ফ্যাশন।

আর্টের ক্ষেত্রে গামছার ব্যবহার বহুল প্রচলিত নয়। আমাদের ঐতিহ্য এবং গামছার এত রঙের ব্যবহার আমাকে আকৃষ্ট করে। সংস্কৃতিবান মানুষেরা শিল্পকে বলেন - অপ্রয়োজনের প্রয়োজন। গামছার বর্ণময়তাকে উপজীব্য করে চিত্রকলায় নতুন ধারা সৃষ্টির প্রয়াসই মূলত আমার শিল্পসাধনার মূল লক্ষ্য।



বৈদ্যুতিক স্কুটার ব্যবহারকারীদের জন্য

নিরাপত্তা শর্তাবলী ও ট্রাফিক নিয়ম

شرطة دبي
DUBAI POLICE

- ই-স্কুটার চালানোর প্রথম শর্ত কমপক্ষে ষোল বছর বয়সী হতে হবে।
- একটি মজবুত হেলমেট এবং জুতা পরুন।
- নির্ধারিত স্থানে পার্ক করুন।
- পথচারী ও যানবাহনের পথ আটকানো থেকে বিরত থাকুন।
- ই-স্কুটার এবং পথচারীদের মধ্যে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন।
- ই-স্কুটার ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করে এমন কিছু বহন করবেন না।
- কোনো যাত্রী বহন করবেন না।
- সড়কের ট্রাফিক নির্দেশাবলী এবং সতর্কতা চিহ্নগুলি মেনে চলুন।
- দুই কানে হেডসেট ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকুন।
- কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে ক্ষতিগ্রস্ত হোন বা না হোন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করুন।
- ই-স্কুটার চালানোর সময় সাধারণ নিরাপত্তা শর্ত মেনে চলুন।
- উপযুক্ত পোশাক এবং জুতা পরুন।
- পথচারীদের ক্রসিং অতিক্রম করার সময় ই-স্কুটার থেকে নেমে যান।
- বেপরোয়া গাড়ি চালানো এড়িয়ে চলুন।
- জনসাধারণের জন্য বিপদ ডেকে আনে এবং অন্যের জীবনকে বিপন্ন করে এমনভাবে চালানো যাবে না।
- নির্ধারিত বা লেনের বাইরে ই-স্কুটার চালানো এড়িয়ে চলুন।



হেলমেট ও রিফলেকটিভ জ্যাকেট পরতে হবে।



চালানোর সময় হেডফোন ব্যবহার করা যাবে না।



ই-স্কুটারের জন্য নির্ধারিত ট্র্যাক ব্যবহার করতে হবে।



পথচারীর জন্য নির্ধারিত রাস্তায় চালানো যাবে না।



ই-স্কুটারে শুধুমাত্র একজন রাইডার চড়তে পারবেন।





First Lieutenant Salma Al Marri

Head of Traffic Awareness
Section In Dubai Police
General Department
of Traffic

“

Bicycle and e-scooter riders must comply with safety regulations, which include obeying traffic laws, using designated paths, steering clear of roads where speeds are above 60 km/h, wearing helmets and reflective jackets, and following traffic lights and road signs. Additionally, the bikes and e-scooters need to be equipped with bright white and reflective lights at the front and bright red and reflective lights at the rear. Ensuring the rides have functioning brakes is also crucial.

”



Mohd. Shahadat Hossain
Managing Director & Chairman
Shahadat Group of Companies

বীর মুক্তিযোদ্ধা, নৃশংস গণহত্যার শিকার
লাখে সাধারণ মানুষ এবং সম্ভ্রম
হারানো মা-বোনদের প্রতি

**বিনম্র
শ্রদ্ধা**

**মহান
বিজয় দিবস**



SHAHADAT GROUP OF
COMPANIES

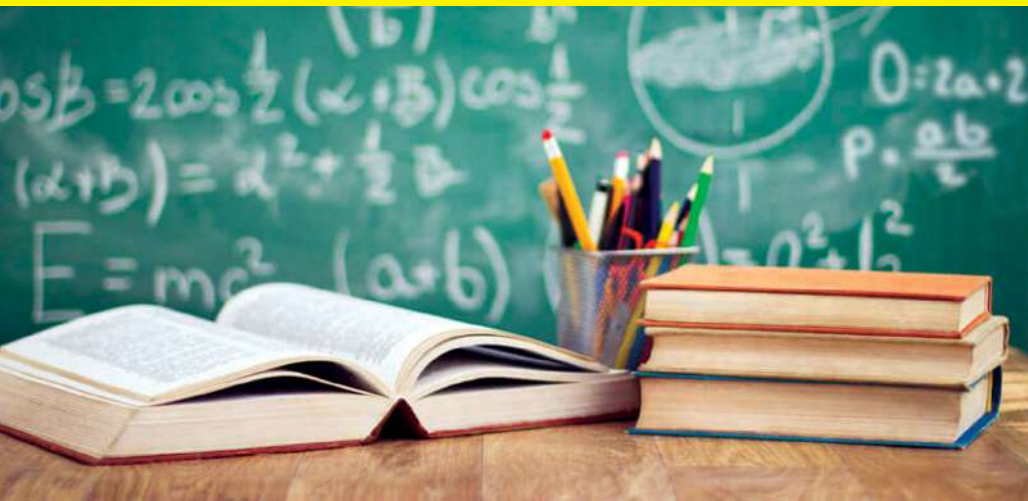


Cell: +971 50 797 6476
trablus_trablus@yahoo.com
Sharjah - United Arab Emirates

**MOHD SHAHADAT MOHD USED
CAR & SPARE PARTS TR.**
Industrial Area 6 - Industrial Area - Sharjah

Nurturing Educational Horizons

Higher education, careers and campuses in the UAE?



Dr Zeenath Reza Khan

Assistant Professor at University of Wollongong in Dubai

Education stands as the linchpin of progress for any nation, influencing economic, social, and overall development. In the ever-evolving landscape of South Asian education, Bangladesh emerges as a potential powerhouse, boasting a youthful demographic with nearly half of its 160 million citizens under the age of 24. The educational sector reflects this dynamism, with 53 public universities and 91 approved private universities.

Bangladesh's academic prowess is increasingly gaining recognition, with four universities securing positions in prestigious global rankings, including Quacquarelli Symonds (QS) and Times Higher Education (THE). The Bangladesh University of Engineering and Technology (BUET) and the University of Dhaka find themselves in the 801-1000 range, while Brac University and North South University,

leading private institutions, are in the 1001-1200 range. In a noteworthy development for 2023, Dhaka University improved its ranking to 601-800, and North South University made its debut in the same bracket—a testament to the growth of both public and private higher education. 2024 is already looking brighter with nine Bangladeshi universities being included in the THE World University Rankings!

However, the significance of these rankings often eludes the public eye, overshadowed by a lack of publicity. The reputation of a university, crucial for the future of its students, is intricately linked to the achievements of its graduates. While Bangladeshi alumni are making strides globally, the awareness of their accomplishments remains relatively limited.

In the Gulf, where expatriates consti-

tute a significant portion of the population, Bangladeshi students pursuing higher education are growing in numbers. The allure of degrees in India, the UAE, or abroad often prevails, with few choosing to return to Bangladesh for their studies from the UAE. The reasons for this trend are multifaceted—cultural shock, language barriers, lifestyle differences, and extended family interference are among the challenges these students face.

As an educator in the Gulf with over two decades of teaching experience, I've witnessed the aspirations of students firsthand, particularly the common dilemma between pursuing Engineering or Medical degrees after completing their 12th grade. While it is crucial for students to follow their passions, interests, and talents, the perennial debate between Engineering and Medicine often leaves students grappling with the decision (see Box item for further discussion).

Moreover, I have witnessed, as Bangladeshi children grow up abroad how they often find themselves navigating the delicate balance between two worlds—striving to connect with their roots while adapting to the cultural tapestry of their new environment. In the quest for assimilation, the allure of “accents” and the perceived status associated with speaking in English can sometimes overshadow the invaluable connection to our mother language, Bangla. Parents, too, can inadvertently become participants in this cultural shift, swept into the wave of linguistic nuances and status symbols that English proficiency seemingly provides. Unfortunately, amidst the pursuit of a globalised identity, the casualty is often the erosion of the rich history and cultural tapestry embedded in language. The stories of heroism against famine, resilience in the face of cyclones, or the determination to build

a bridge once deemed an impossible dream—these narratives risk fading into the background. As students miss out on these tales, there's a danger of growing up without the profound exposure to the unique heritage that defines Bangladesh, leaving them somewhat detached from the very essence that makes their cultural identity so vibrant and resilient.

Considering these trends, it's worth exploring the potential for Bangladeshi universities, especially those ascending international rankings, to establish campuses in the UAE. The UAE already hosts hundreds of universities from various countries, and this strategic move could not only cater to the expatriate population but also contribute significantly to the overall educational landscape. The establishment of Bangladeshi campuses in the UAE would not only provide more opportunities for higher education but also foster healthy competition, thereby elevating the quality of education back home.



Universities, beyond shaping successful careers, hold the key to national development through research, innovation, and the preservation of culture. Setting up campuses in the UAE would not only tap into a bustling educational ecosystem but also create avenues for Bangladeshi universities to support expatriate students and families.

In conclusion, the prospect of Bangladeshi universities establishing a presence in the UAE presents an exciting opportunity. This visionary move has the potential to enhance the educational experience for higher education students, support expatriates, and contribute to the rich tapestry of international education in the Gulf region.

Box item: Navigating Beyond Conventional Paths

In the dynamic realm of education and career choices, the narrative surrounding science has transcended traditional boundaries, offering a multitude of avenues that extend far beyond the stereotypical paths of Medicine and Engineering. Today, students are presented with an array of captivating options, including Architecture, Biotechnology, Pharmacy, Robotics, Programming, Media and Communication, and Big Data Analytics in Business.

The era of limited career options within science has given way to an age of limitless possibilities. Robotics and Programming, for instance, stand at the forefront of technological innovation, beckoning those with a flair

for coding and a fascination with machines. The integration of robotics into various industries, from manufacturing to healthcare to transport, underscores the transformative impact technology can have on our world.

Media and Communication, another burgeoning field within science, opens doors to creative expression and the dissemination of information in the digital age. In an era where connectivity is paramount, the ability to effectively communicate ideas through various media channels has become a valuable skill set with wide-ranging applications.

The landscape of business, too, has been revolutionized by the advent of Artificial Intelligence and Big Data Analytics. This field offers a fascinating intersection between science and commerce, where the analysis of vast datasets enables informed decision-making and strategic planning. Students entering this domain not only contribute to the efficiency of businesses but also play a pivotal role in shaping the future of data-driven industries.

The argument here is a call to embrace this diversity and encourage students to explore the vast spectrum of scientific careers available. By doing so, they not only align their passions with their professions but also contribute to the interdisciplinary nature of modern challenges.

Architects shape the physical world, biotechnologists pioneer innovations, programmers and roboticists drive technological evolution, and media and communication professionals bridge gaps in the information age. Meanwhile, those delving into Big Data Analytics in Business become architects of insights, influencing strategic decision-making in an increasingly data-centric landscape.

- 1 Source: ICEF monitor <https://monitor.icef.com/2018/03/factors-driving-growth-bangladeshi-outbound/>
- 2 Source: TBS News <https://www.tbsnews.net/thoughts/improving-global-ranking-our-universities-315625>
- 3 Source: The Daily Star <https://www.thedailystar.net/opinion/views/news/whats-university-ranking-3433846>
- 4 Source: Prothom Alo <https://en.prothomalo.com/youth/education/qpressf25ut>
- 5 Source: University World News <https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20230511115449218#:~:text=The%20number%20of%20Bangladeshi%20students,with%20political%20uncertainties%2C%20at%20home.>

In this age of boundless opportunities, the argument extends beyond merely choosing a career in science to choosing one that resonates deeply with individual inclinations. By empowering students to consider these diverse pathways, we foster a new generation of scientists and professionals who are not only specialized but also versatile, ready to address the multifaceted challenges of the contemporary world.

Authored by –

Dr Zeenath Reza Khan

Dr Zeenath Reza Khan is the Founding President, ENAI WG Centre for Academic Integrity in the UAE, elected Board member of European Network for Academic Integrity (Erasmus+), Assistant Professor, University of Wollongong in Dubai.

Career spanning 22 years, Dr Khan is Senior Fellow and Executive Board member of Wollongong Academy of Tertiary Teaching Excellence (WATTLE), and Lo-

cal Advisory Board Member of Our Own High School Al Warqa UAE (GEMS Education). Dr Khan is a national and international award-winning academic with more than 80 publications to her name. Dr Khan's research interests are in academic integrity, cyber-ethics, and STEM for girls. Recently she was named among UAE's 10 most influential educational leaders 2019 by The Knowledge Review, won the Digital Leader Award in Education category from Khaleej Times and MIT Sloan Mgt Review's Digital Leaders Forum, 2019. Dr Khan was named 2020 Global Educational Influencer and one of 100 Most Admired People in Education in 2021 by The Excelligent. In 2021, Dr Khan was recognized for her research contribution by European Network for Academic Integrity as the recipient of their ENAI Research Excellence Award. In 2022, Dr Khan was recognised through Bangladesh Women Association (BWA) and Consulate General of Bangladesh, Dubai and Northern Emirates for her contributions to Women Empowerment in the UAE.

Acknowledgement – in some parts of this article, ChatGPT has been used to improve readability and language only.

Latest publications

Khan, Z.R. (2023). Ethics of Artificial Intelligence in Academia. In: Eaton, S.E. (eds) Handbook of Academic Integrity. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-287-079-7_188-1

Khan, Z.R., Hysaj, A., John, S.R., Khan, S.A. (2022). Transitional Module on Academic Integrity to Help K-12 Students in the UAE Prepare for Next Stage of Education. In: Bjelobaba, S., Foltýnek, T., Glendinning, I., Krásničan, V., Dlabolová, D.H. (eds) Academic Integrity: Broadening Practices, Technologies, and the Role of Students. Ethics and Integrity in Educational Contexts, vol 4. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-16976-2_15

For more details, see <http://zrktalks.com/>

Smart & Style سمارت اند ستাইلز



S&S
Smart & Style
UNITED ARAB EMIRATES
DUBAI | SHARJAH | AJMAN | RAK | UAQ



Stylish
OMAN
BURAIMI | AL BIDAYA | RUWI | SALALA | AZAIBA



ODL
Ocean Cream Limited
BANGLADESH
DHAKA | CHITTAGONG



AJMAN
Ajman Cooperative Society
Rumaila-3, Ajman

SHARJAH
Ansar Tower,
Al Nahda, Sharjah

UMM AL QUWAIN
Mall of UAQ

RAS AL KHAIMAH
Al Hoot Hypermarket,
Daid, RAK

+971 50 973 9042 @smart&style smartandstyle20 smartandstyle20@gmail.com

বাংলা এক্সপ্রেসের সাথে আমার পথচলা



জাহাঙ্গীর কবীর বাপপি
আবুধাবি প্রবাসী সংবাদমকর্মী

বাংলা এক্সপ্রেস সংযুক্ত আরব আমিরাতে দুবাই হতে প্রকাশিত ত্রিমাসিক একটি দ্বিভাষিক ম্যাগাজিন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে ২০১০ সালে। ম্যাগাজিনটি আত্মপ্রকাশের পরিকল্পনা নীতি নির্ধারণী জন্য সম্পাদক ও প্রকাশক হারুন রশিদ, নির্বাহী সম্পাদক জর্জ ভাই (জুলহাস খান জর্জ), ইয়াসিন সেলিম ভাই (বর্তমানে দেশে শিক্ষকতায় আছেন), নজরুল ইসলাম (বর্তমানে দেশে ব্যবসা করেন), প্রয়াত সংগঠক বাঁধন খিয়েটারের সভাপতি এম এস মাহমুদুল হক এবং জুনিয়র হারুন মামুনের রশিদ আমরা দফায় দফায় বৈঠকে বসি দেইরা (দুবাই) সিটি সেন্টারের ফুড কোর্টে এবং হারুন ভাইয়ের দুবাই ইন্টারন্যাশনাল সিটির বাসায়।

মামুনের রশিদ, বাংলা এক্সপ্রেসের বর্তমান নির্বাহী সম্পাদক তখনো ছাত্র। তার সে এক বিশাল বাহিনী। আমিরাতে প্রবাসী বাংলাদেশী নতুন প্রজন্ম বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী। যাদের বাংলাদেশ সংলগ্ন করার জন্য, দেশের কৃষ্টি সংস্কৃতির সাথে মেলবন্ধন রচনার জন্য, তাদের ইন্টার অ্যাকশানের জন্য প্রয়োজন ছিল একটি ফোরাম। যার দায়িত্ব একটা দীর্ঘ সময় ধরে সুচারুভাবে পালন করেছে বাংলা এক্সপ্রেসের ইংলিশ কর্নার Student Express. নিয়মিত প্রকাশনার পাশাপাশি স্টুডেন্ট এক্সপ্রেস এর উদ্যোগে বিভিন্ন সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে ছাত্র ছাত্রী শিক্ষকদের সম্পৃক্ত করে নানা ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক, সাংস্কৃতিক ইন্টারঅ্যাকটিভ সেশন আয়োজন করা হত। টি টোয়েন্টি ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড কাপ হ্যাভেন শারজাহ ক্রিকেট স্টেডিয়ামে, রাস আল খাইমার বাংলাদেশ স্কুলে বাংলাদেশি বিভিন্ন মেগা ইভেন্টে, মেলা পার্বে স্টুডেন্ট এক্সপ্রেস এর জম্পেস্ট স্টল তো থাকতই। তার পাশাপাশি তাদের বিশাল তরুণ ভোলান্টিয়ার্সদের আয়োজনের শৃঙ্খলা রক্ষায় সপ্রতিভ অংশগ্রহণ সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করত। স্টুডেন্ট এক্সপ্রেস এর সম্পাদনা বিষয় নির্বাচন সব করত মামুন নিজেই।

আর পত্রিকার বাংলা অংশটি দেখতাম আমি আর হারুন ভাই। আবুধাবি থেকে প্রতিমাসের মাঝামাঝি বা শেষ সপ্তাহে চলে আসতাম আমি দুবাই ইন্টারন্যাশনাল সিটিতে। কেবল খাওয়ার সময়টুকু ছাড়া বাকি সময় আমরা লাগাতার কাজ করতাম। কাজে মনযোগ বৃদ্ধির প্রয়োজনে কখনো কখনো আমি বাপ বেটার কাছ থেকে ছুটি নিয়ে আলাদা রুমে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে সম্পাদনার, ফ্রফ দেখার, লেখলেখির কাজ করতাম। আমার প্রোডাকশন আর হারুন ভাই এর কী বোর্ডে সুচারু হাত চালনা আর ওদের বাপবেটার গ্রাফিক্সের কাজ সমান তালে চলত। ইয়াসিন ভাই খোরশেদ ভাই এসে মাঝেমাঝে যোগ দিতেন। জর্জ ভাইয়ের সাথে



ফোনে বা অনলাইনে যোগাযোগ হতে থাকতো। আর এই টিম ওয়ার্কের ফসল ছিল বাংলা এক্সপ্রেস। এখানে আমার একটি কলাম 'পরবাসে মরুবাসে' পাঠক প্রিয়তা পেয়েছিল। যদিও তার সূচনা ঘটে ছিল দুবাই থেকে প্রকাশিত আরেকটি ট্যাবলয়েড দিয়ে।

আমরা কাজের চাপে যখন চিড়ে চ্যাপ্টা হয়ে যেতাম তখন মামুন তার চট্টাহামের বন্ধুদের সুবাদে শেখা কিছু ফ্রেইজ আমাদের ওপর প্রয়োগ করত। যেমন, আংকেল লারে লারে (ধীরে ধীরে) করেন! আবার যেমন, 'লোছা লোছা' (ঝোল টোল কম দিয়ে একটু মাখা মাখা বা ভুনা রান্না), 'আজকের রান্না লোছা লোছা হবে!' এসবে আমাদের ক্রান্তি নাশ হত।

এই পত্রিকাটি প্রকাশের পেছনে যে মূল উদ্দেশ্যটা ছিল তা হল প্রবাসী বাংলাদেশীদের মধ্যে একটা সেতুবন্ধ সৃষ্টি করা। দল-মত জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল প্রবাসীকে একই পাটফর্মে এক্যবদ্ধ করা। বাংলা এক্সপ্রেসের দীর্ঘ সফর কখনোই কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। শত চড়াই-উত্থাই পেরিয়ে এগোতে হয়েছে আমাদেরকে। সরকারি নিবন্ধনকৃত এই পত্রিকা বা ম্যাগাজিনটির তথ্য মন্ত্রণালয়ের বিধিবদ্ধ নিয়ম নীতিমালা অনুযায়ী নিয়মিত প্রকাশনা অব্যাহত রাখতে গিয়ে যারপরনাই দুরূহ অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ আর প্রতিকূলতার মুখোমুখি হতে হয়েছে। তবুও আমরা প্রতিষ্ঠানটিকে মুখ খুবড়ে পড়তে দিইনি। সর্বশক্তি দিয়ে দীর্ঘদিন বাংলা এক্সপ্রেস টিম এর নিয়মিত প্রকাশনা অব্যাহত রেখেছে।

এত কিছুর মধ্যেও আমাদের সম্পাদকীয় নীতিমালা লেখা ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন, কাগজ ও ছাপার গুণগত মান কোনোটোতেই সমঝোতা করিনি। আমরা বিশ্বাস করি সংবাদপত্র একটি জাতির দর্পণ, যা দল মত নির্বিশেষে সবারই কথা বলবে। এখানে

প্রতিটি পাঠকই তথ্যের খোঁজ খুঁজে পাবেন এবং দেশপ্রেমের মন্ত্রণায় ঋদ্ধ হয়ে জাতীয় বিনির্মাণে অংশ নেবেন। একটি দ্বিভাষিক পত্রিকা হিসেবে দেশে ও বিদেশের মাটিতে প্রতিটি পাঠকের কাছে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশকে তুলে ধরার অকুপণ বাসনায় আমাদের যে যাত্রা শুরু হয়েছিল সে পথ থেকে আমরা বিচ্যুত হইনি। ক্ষুধা মঙ্গা অপশাসন বৈরী প্রকৃতির সাথে যুদ্ধ করে বাঙালি আজও যে বিশ্বসভায় লাল সবুজের পতাকা নিয়ে নির্ভীক চিত্র দাঁড়িয়ে আছে সে সংগ্রামে সে সাফল্যে আমাদের সবারই কিছু না কিছু ভূমিকা রয়েছে।

যে পরবাসী রেমিটেন্স যোদ্ধা অহোরাত্রি পরিশ্রম করে দেশের অর্থনীতির দ্বিতীয় বৃহত্তম চালিকা শক্তি হন তার সংগ্রাম ও সাফল্যের কাহন তুলে ধরছে নিরন্তর বাংলা এক্সপ্রেস অনলাইন কিংবা প্রিন্ট ভার্সনে।

প্রিয় পাঠক, শুভানুধ্যায়ীদের সবার অকুণ্ঠ ভালবাসায় সিক্ত হয়ে বাংলা এক্সপ্রেস এগিয়ে যাবে বহুদূর।

শেকল ভাঙা নারী



কামরুল হাসান জনি

সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ প্রেসক্লাব ইউএই

সংযুক্ত আরব আমিরাত প্রতিনিধি, এখন টেলিভিশন

সম্প্রতি সংবাদ সংক্রান্ত একটি কাজে গিয়েছিলাম দুবাইয়ের বাংলাদেশ কনস্যুলেটে। লেবার উইং-এর কক্ষে দায়িত্বরত কর্মকর্তার সঙ্গে কথোপকথন চলছে। এমন সময় এক ব্যক্তি একজন নারীকে নিয়ে এলেন। আমাদের কথা থামিয়ে তাকে কী সহযোগিতা করতে হবে- জানতে চান কর্মকর্তা। মেয়েটির অসহায় আকুতি। অভিযোগ জানায় সে। পর্যটক (ভিজিট) ভিসায় আমিরাতে আগমন। দালালের হাতে প্রতারিত হওয়া। পতিতাবৃত্তিতে বাধ্য করা। সর্বশেষ শারীরিক নির্যাতনে অসহ্য হয়ে পালিয়ে যাবার বিষয় অবগত করল মেয়েটি। এই সময় কেবল দেশে ফিরে যাবার মিনতি ছিল তার। ভিজিট ভিসার মেয়াদ থাকায় বিমান টিকিট করে ফিরে যাবার সুযোগ আছে। কর্মকর্তাও তাই জানালেন। কিন্তু এসময় আর্থিক সহযোগিতা কে দিবেন- এটিই ছিল তার সামনে তখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন!

চট্টগ্রামের মাস্টার্স পড়ুয়া একটি মেয়ে পরিবারের আর্থিক স্বচ্ছলতা ফেরাতে বেশ কিছুদিন ধরে বিদেশে যাওয়ার পরিকল্পনা করছিল। পরিচিত এক বন্ধুর মাধ্যমে সংযুক্ত আরব আমিরাতের শারজার একজন প্রবাসীর খোঁজ পান। ক্ষুদে বার্তা আর মোবাইল ফোনে আলাপ হয় তাদের। মেয়েটিকে জানানো হয় দুবাই-শারজায় শপিং মল ও পাঁচ তারকা হোটেলে তার জন্য কাজের বন্দোবস্ত হয়েছে। সপ্তাহ খানি

নকের মধ্যে ভিসা হাতে পেলে বিদেশের উদ্দেশ্যে উড়াল দিতে হবে। সম্পূর্ণ খরচ বহন করবে ওই ব্যক্তি। আরেকটু খোঁজবর করেতেই মেয়েটি জানতে পারে- কাজ দেয়ার নামে মূলত তাকে অনৈতিক কর্মকাণ্ডে ব্যবহারের জন্য নেয়ার পরিকল্পনা করছে ওই চক্র।

একই ফাঁদে পড়ে দুবাই এসেছিলেন বরিশালের ভোলার আরেকটি মেয়ে। বড় ভাইয়ের মোটরসাইকেল বিক্রির ১ লাখ ৯০ হাজার টাকা খরচ করে ভাগ্যবদলের আশায় দুবাই পা রাখে মেয়েটি। কিন্তু সপ্তাহ ঘুরতেই তার সামনে ধরা দেয় বাস্তবতা। তার অভিযোগ, বিমানবন্দর থেকে বের হবার পরই নিষ্ঠুর বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হয় তাকে। রাখা হয় একটি গোপন কক্ষে। যেখানে টানা চার-পাঁচ দিন চলে শারীরিক নির্যাতন। বাধ্য করা হয় অনৈতিক কাজে। কিছুদিন পর অতিষ্ঠ হয়ে জীবন বাঁচাতে সেখান থেকে পালিয়ে যায় মেয়েটি।

ঢাকার এমন আরও একজন ভুক্তভোগীর খবর পাওয়া গেল। বিদেশে আসার আগে বলা হয় বাসাবাড়ির কাজ দিবে তাকে। কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন। যেই কাজে নিয়োজিত করা হলো, ওই কাজের জন্য মেয়েটি প্রস্তুত ছিল না মোটেও। তবু প্রবাসের অসহনীয় জীবনে জড়িয়ে যায় তার নাম। দালাল চক্রের হাত থেকে উদ্ধার করতে

তারই স্বামী স্থানীয় সাংবাদিকদের কাছে অনুন্নয়ন করে। যদিও ‘ভাই’ পরিচয়ে সাহায্য চান ওই ব্যক্তি। পরে জানা গেল, আসল রহস্য। স্বামীর চেয়েও ভাই পরিচয়ে সাহায্য চাইলে দ্রুত সমাধানের রাস্তা বের হবার প্রত্যাশা ছিল তার। অবশ্য, পরে ওই মেয়েটিকে উদ্ধার করা হয়েছিল। বাংলাদেশ প্রেস ক্লাব ইউএই’র সাংবাদিকদের সহযোগিতায় স্থানীয় প্রশাসন তাকে উদ্ধার করে।

এই চারজনের মতো মধ্যপ্রাচ্যে ভাগ্যবদলের আশায় ছুটে আসা এমন অনেকেই এখন এসব গল্পের সঙ্গে পরিচিত। যাদের গল্প সামনে আসছে, তারাই স্থানীয় প্রশাসন বা বাংলাদেশ মিশনের সহযোগিতায় দেশে ফিরে যাবার সুযোগ পাচ্ছেন। কিন্তু অন্তরালে থেকে যাওয়া গল্পের চরিত্রগুলো কেবল নীরবেই কাঁদছেন। পরিবারের শেকল ভেঙে নিজের মতো বাঁচতে চাওয়া এই নারীদের কেউ কেউ ফের দালালের শেকলে বন্দি হয়ে পড়ছেন প্রবাসে।

সংযুক্ত আরব আমিরাত নারীদের জন্য অত্যন্ত নিরাপদ একটি দেশ। প্রাসঙ্গিক কারণে নারীকর্মীদের খুব বেশি অভিযোগ আসে না মিশনের কাছে। কথা হচ্ছে- তবে কেন নারীদের এমন অসহায় আত্মসমর্পণ? পর্দার আড়ালে কেন কান্না তাদের? এই প্রতারণার ফাঁদ পাতেন কারা

‘কিভাবে তারা এই ফাঁদে পা রেখে আটকে পড়েন দালের জালে? জানা গেল, দালালদের নানা লোভনীয় গল্পের কথা। ভুক্তভোগী নারীরা আসছেন দালালদের হাত ধরেই। দোকান, বিউ-টি পার্লার, সেলুন, নার্সিংয়ের কাজের প্রলোভন দেখানো হয় তাদের। ভাল অংকের বেতন, বিলাসী জীবনযাপনের গল্প শোনানো হয়। কেউ কেউ ফেঁসে যান প্রেমের জালেও। যেকারণে জেনে না জেনে এই ফাঁদে পা দেন নারীরা। এমন ফাঁদে পড়ে আমিরাতে আসা নারীর সংখ্যাও কম নয়। এদের বেশিভাগ ভিজিট ভিসা নিয়ে দেশটিতে প্রবেশ করেছেন। বেদনরা বিষয় হচ্ছে- ভিজিট ভিসায় প্রবেশের কারণে এদের সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া জটিল হয়ে যায়।

অথচ দেশটিতে নারীকর্মীদের জন্য সরাসরি কাজে ভিসা রয়েছে। গৃহকর্মী, পরিচ্ছন্নতাকর্মী ভিসায় যেমন সাধারণ ক্যাটাগরিতে নারীরা আসার সুযোগ পাচ্ছেন তেমনি শিক্ষিত ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন নারীদের জন্যেও দেশটিতে রয়েছে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ। অবশ্য বর্তমানে ভাল প্রতিষ্ঠানিক চাকরির পাশাপাশি অনেক বাংলাদেশি নারী ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানও গড়ে তুলেছেন দেশটিতে। যদিও পুরুষ শ্রমিক ভিসার জটিলতা এখনো কাটেনি। তবে বাংলাদেশি নারীকর্মীর ভিসা বন্দ হয়নি কখনোই। এমনকি গৃহকর্মীদের ভিসা সংক্রান্ত সম্পূর্ণ খরচ বহন করেন মালিক পক্ষ। ভিসার প্রক্রিয়া, ডাক্তারি পরীক্ষার খরচ, পরিচয় পত্র নবায়নসহ স্বাস্থ্য বীমা করে থাকেন তারা। পাশাপাশি মালিক পক্ষ থেকে সরকারি সকল সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেন গৃহকর্মীরা। প্রাতিষ্ঠানিক কর্মক্ষেত্রের ভিসাও সহজে পাচ্ছেন নারীরা।

দেশটিতে থাকা দুটো বাংলাদেশ মিশনের কর্মকর্তারা বিষয়টি বরাবরই নিশ্চিত করে যাচ্ছেন। সচেতন করছেন। শঙ্কার কথাও জানাচ্ছেন তারা। তার আগে জেনে নেয়া যাক বহির্বিষে নারীকর্মী সংক্রান্ত কিছু পরিসংখ্যান।

জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর পরিসংখ্যান মতে, গত ৩৪ বছরে বাংলাদেশ থেকে বৈধ পথে বিশ্বের নানা দেশে নারীকর্মী গেছেন ১১ লাখ ৬৬ হাজার ১৭৬ জন। এরমধ্যে সর্বোচ্চ নারীকর্মী গেছেন- সৌদি আরবে ৫ লাখ ১৮ হাজার ৪৪৩ জন, জর্ডানে ১ লাখ ৯২ হাজার

৯১৭ জন, সংযুক্ত আরব আমিরাতে ১ লাখ ৩৫ হাজার ৬২৩ জন এবং ওমানে ১ লাখ ১৯ হাজার ১৭২ জন।

চলতি বছর সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশি নারীকর্মী গেছেন ৬০ হাজার ৫৬৬ জন। এরমধ্যে মধ্যপ্রাচ্যের দেশেগুলোতেই গেছেন সিংহভাগ নারীকর্মী। তালিকায় সবার আগে রয়েছে সৌদি আরবের নাম। শতকরা ৬৮.২৩ শতাংশ নারীকর্মী গেছেন দেশটিতে। এরপর ওমান ও জর্ডান। জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সৌদি আরবে নারীকর্মী পাঠানো হয়েছে ৪১ হাজার ৩২৭ জন, ওমানে ৫ হাজার ৪৭৫ জন, জর্ডানে ৫ হাজার ১০৮ জন ও সংযুক্ত আরব আমিরাতে নারীকর্মী পাঠানো হয়েছে ১ হাজার ৫১০ জন।

শঙ্কার কথা বলছিলাম। এই শঙ্কা খোদ বাংলাদেশ মিশনের। মিশন সূত্রে জানা গেল, নৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে কখনও কখনও নারীরা আটক হচ্ছেন দেশটিতে। কারও কারও জেল হচ্ছে। কেউবা আইনি প্রক্রিয়া শেষে দেশে ফিরে যাচ্ছেন। এই তালিকা স্বল্প হলেও দেশের ভাবমূর্তির প্রশ্নে এটি বড় ইস্যু। প্রলোভনে পড়ে নিজের নিরাপত্তা ঝুঁকিতে ফেলেছেন এসব নারী।

মিশনের এক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা কথোপকথনে বলছিলেন- ভুক্তভোগী কোন কোন নারী দেশ থেকে জেনে বুঝেই পা রাখেন এই পথে। দেশ ত্যাগের পর মাস ছয়েক সহ্য হলেও পরক্ষণে টিকে উঠতে না পেরে পালাতে বাধ্য হয় তারা। এরপরই মূলত অভিযোগ আসে মিশনে।

মিশনের আরেক কর্মকর্তা জানানেন, বৈধ পথে কর্মসংস্থান ভিসায় আসতে চাওয়া নারীদের বিষয়ে যাচাই বাছাইয়ের সুযোগ থাকে। তারা যাচাই বাছাই করেন। কোনো গড়মিল পাওয়া গেলে ভিসা আটকে দেয়ারও সুযোগ আছে। কিন্তু যারা ভিজিট ভিসা করে দেশ পার হচ্ছেন তাদের আটকানোর তেমন সুযোগ নেই। আরো গুরুতর অভিযোগ হচ্ছে- দেশীয় কোন কোন নারী ভারতীয় পাসপোর্ট নিয়ে ভিজিট ভিসা করে দেশটিতে পা রাখছেন। তাদের ব্যাপারে মিশনের কিছুই করার থাকে না।

এসব বিষয়ে দুবাইয়ের বাংলাদেশ কন-

সুলেটের কনসাল জেনারেল বিএম জামাল হোসেনের বক্তব্য ছিল এমন- ‘নারীকর্মীদের খুব বেশি অভিযোগ আসে না। কারণ নারীদের জন্য সংযুক্ত আরব আমিরাত অত্যন্ত নিরাপদ। গৃহকর্মী হিসেবে যারা কাজ করছেন, তারা ভাল আছেন। তবে অভিযোগ এলে ভুক্তভোগী নারীদের উদ্ধার করে দেশে প্রেরণের ব্যবস্থা করা হয়। এ ছাড়া স্থানীয় আইনে মামলা হলে সেখানেও বৈধ সহায়তা প্রদান করে মিশন।’

এদিকে দেশটিতে থাকা আবুধাবি বাংলাদেশ দূতাবাস ও দুবাই বাংলাদেশ কনসুলেটে এমন ভুক্তভোগী নারীকর্মীদের জন্য সেফ হোমের ব্যবস্থা নেই। মিশন থেকে ভুক্তভোগীদের জন্য তড়িৎ ব্যবস্থা গ্রহণ করায় এই মুহুর্তে সেফ হোমের প্রয়োজনীয়তাও দেখছেন না এই কর্মকর্তা। তবে ভুক্তভোগী নারীরা দেশে ফিরেও অভিযোগ করার সুযোগ রয়েছে। দেশে ফিরে জেলার ডিসি ও এসপির বরাবর আইনি সহায়তার জন্য আবেদন করা যায়। সেক্ষেত্রে দেশের ঠিকানা ও পাসপোর্টের তথ্য উল্লেখ করে আগেই মিশনকে একটি লিখিত অভিযোগ করতে হবে। ওই অভিযোগ পত্র নিয়ে নিজ থানায় মামলা দায়ের করার সুযোগ আছে ভুক্তভোগীদের।

এমন একজন ভুক্তভোগী বলছিলেন- ‘আমার সঙ্গে প্রতারণা করা হয়েছে। আমি চাইনা, আমার মতো কেউ আর প্রতারকের হাতে পড়ুক। মিথ্যা আশ্বাসে কেউ এখানে এসে প্রতারিত হোক।’ এই নারীকর্মীর অভিযোগ ছিল- এমন হাজারো মেয়ে তাদের অব্যক্ত আত্মনাদের চিঠি লিখে প্রতিনিয়ত। কিন্তু সেসব অভিযোগের চিঠি পৌঁছে না কোথাও।

ওই নারীর অভিযোগের সূত্র ধরে বলতে চাই- নারীকর্মীদের প্রতারণার হাত থেকে বাঁচাতে সরকারিভাবে সচেতনতা তৈরি করতে হবে। প্রচার-প্রচারণা বাড়াতে হবে গ্রামীণ পর্যায়ে। যথায় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। তারচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ব্যক্তি ও পারিবারিক সচেতনতা তৈরি উদ্যোগ নিতে হবে। পাশাপাশি বিদেশ গমনের আগে কাজের বিষয়ে আরো যাচাই-বাছাই করতে হবে নারীদের। তবেই শেকল ভাঙা নারীরা হয়ে ওঠবেন আমাদের অর্থনীতির বড় হাতিয়ার। পুরুষের পাশাপাশি রেমিট্যান্স প্রবাহে রাখবেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।



নজরুল ইসলাম টিপু
আবুধাবী প্রবাসি

কুটচালে দক্ষ মানুষদের কুটিল বলে। মানুষের কুটিল স্বভাব সৃষ্টির পিছনে প্রধানত অলসতাই দায়ী। এধরনের মানুষের ধাক্কা থাকে কিভাবে অতি সহজে ধনী হওয়া যায়। অনৈতিক হলেও, কম বিনিয়োগে বেশী মুনাফার ব্যবসায়ের প্রতি তাদের আগ্রহ বেশী। অবৈধ কাজ হলেও, কম কষ্টে বেশী সফলতা অর্জন করা যায়, এমন কর্মের প্রতি তাদের ঝোঁক প্রবল। স্বল্প সময়ে ব্যাপক প্রাচুর্য অর্জন করার মানসিকতার কারণে, তারা সকল শ্রেণীর মানুষকে বন্ধু বানাতে পারে। পদবীর সাথে মানানসই না হওয়া স্বত্ত্বেও উপরোক্ত মানুষের নিকট থেকে যাবতীয় সুযোগ সুবিধা নিতে কখনও পিছপা হয়না।

ইংরেজিতে কুটচালকে Manipulation বলে। যার অর্থ দক্ষতার সাথে হস্তচালনা করা। শব্দের এই অর্থের দ্বারা দক্ষ শ্রমিকের কৌশলী হাতের কথা বুঝায় নি। নেতিবাচক অর্থে বুঝিয়েছে। আর কুটিল মানুষকে ইংরেজিতে বলা হয় Crooked Person তথা কুটবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ। বর্তমান সময়ের শিক্ষা ব্যবস্থাটি এমন, একজন ব্যক্তি অলস হলেও লেখাপড়া করে যোগ্য হতে পারে। সন্দেহে এমন ব্যক্তিও কোন প্রতিষ্ঠানে ভাল চাকরীও জুটিয়ে ফেলতে পারে। আগেকার দিনে অধ্যবসায়ী ও কঠোর পরিশ্রমী ব্যক্তিরাই যোগ্য বলে বিবেচিত হতেন। যিনি প্রধান সেনাপতি তিনি যুদ্ধ কিংবা কুস্তিতেও প্রধান বিবেচিত হতেন। সে সমাজে অলসের জন্য কোন স্থান ছিলনা।

প্রতিষ্ঠানে কুটিলতার বিস্তার

অলসতা মানবজীবনের এমন এক বাজে বদগুণ, যার কাছে এর ছিটো-ফোটা থাকে, সে আর মানবিক ইজ্জত, মর্যাদা নিয়ে দুনিয়ার জীবন পার করতে পারেনা। একই শিক্ষাগত যোগ্যতার একজন অলস মানুষ ও একজন কর্মঠ মানুষের মধ্যে যোজন দূরত্ব তফাৎ দেখা যায়। ব্যক্তিজীবনে যোগ্যতাসম্পন্ন অলস মানুষ যত বড় পজিশনেই যায় না কেন। সে তার যোগ্যতা দিয়ে প্রশাসনের ফাঁক-ফোঁকর কোথায় আছে, তার সন্ধানে ব্যস্ত থাকে। সুযোগ নিয়ে প্রশাসনের প্রতিটি দুর্বলতাকে শতভাগ কাজে লাগায়। অফিসে দেরী করে আসা, তাড়াতাড়ি

যোগ্য লোক অলস হলে কুটচালে অভ্যস্ত হয়



চলে যাওয়া। একেবারেই অফিস না করে ফাঁকি দেওয়া। চেয়ারে পোশাক টাঙ্গিয়ে রেখে, নিজের ব্যক্তিগত কাজে বাইরে চলে যাওয়া, এসব কুটিল মানুষের স্বভাব-চরিত্র। এটা চরম নির্লজ্জ কাজ হওয়া স্বত্ত্বেও এরা সাধারণের সামনে নিজের চৌর্যবৃত্তিকে গৌরবের সাথে উপস্থাপন করে। অধিকন্তু চক্ষু-শরমকে মাথা খেয়ে, অফিসের অন্যান্য কলগদের উদ্দেশ্যে তার দুর্বলতাকে বুদ্ধিমত্তা হিসেবে বর্ণনা করে। তারা লোভনীয় বাক্যে বলতে থাকে, এই চাকুরীর টাকায় আর দিন চলেনা, তাই সামান্য সময়ের জন্য বাহিরে গিয়ে অনেক টাকার ধাক্কাটা করে আসলাম! এর ফলে অন্যরাও তার কর্ম ও সাফল্য জানতে উৎসাহিত হয়। এর দ্বারা অন্যরা বুঝতে শিখে এভাবে সময় সুযোগ কাজে লাগানো যায়। একজন অলস কর্মকর্তা এভাবেই প্রতিষ্ঠানে কুটিলতার বিস্তার ঘটিয়ে প্রতিষ্ঠানকে ক্ষণভঙুর করে তুলে।

অলস কর্মকর্তার কুটিল হবার পিছনে

অলস কর্মকর্তা যোগ্যতাকে ধারালো করতে পারেনা ফলে তাদের প্রমোশনে গতি পায়না। ফলে এসব মানুষ পরশ্রীকাতর হয়ে পড়ে। তারা যোগ্যতাকে শানিত করার পরিবর্তে, উপরস্থ কর্মকর্তাদের কান-ভারী করার কাজে লেগে পড়ে। অলস জানে তার অগ্রগতি হবে মন্ডর তাই পরশ্রীকাতরতার কারণে সে অন্যের অগ্রগতির অন্তরায় হয়ে উঠে। সে সর্বদা অন্যের পিছনে লেগে থাকাকেই নিজের জন্য কর্তব্য বানিয়ে নেয়। তবে, এই কাজের জন্য চাই কিছু

প্রস্তুতি ও করণীয়। তার আশে পাশের কর্মকর্তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি গুলোর তথ্য উপাত্ত সে সংগ্রহ করতে থাকে। মানুষের ভুলের পিছনে তার চোখ জোড়া কিলবিল করতে থাকে। এই কাজে আঞ্জাম দিতে তাকে কোন বড় প্রকৃতির গোয়েন্দা হতে হয়না। কোম্পানির জন্য একজন নিবেদিত প্রাণ কর্মীর সম্ভাবনার গতিকে স্তব্ধ করে দেবার জন্য, সামান্য উপাত্তই যথেষ্ট। কোন একদিন অফিসে ঘুমিয়েছিল কিংবা কিছুদিন দেরী করে অফিসে পৌঁছেছে এমন তথ্য একজন চৌকশ কর্মকর্তার প্রমোশন তো বাদ, উল্টো ডিমোশন হবার জন্য যথেষ্ট হয়ে যেতে পারে। কুটিল মানুষগুলো সে কাজের মাল-মসল্লা সাপাই দাতার কাজ করে। পাশে ঘাপটি মেরে থাকা কুটিল প্রকৃতির মানুষটির জন্য এই কাজ অনেক সোজা।

প্রতিষ্ঠানে অল্পশিক্ষিত কর্মচারী কুটিল হলে

অল্পশিক্ষিত অলস মানুষগুলো চাটুকার হয়। অফিসে তাদের দৌরাড্য অনেক প্রবল। এসব মানুষ পিয়ন হলে প্রতিষ্ঠানের অবস্থা খারাপ হয়ে উঠে। তাদের কাজ হল অফিসের প্রশাসনিক কাজের ক্ষুদ্র ছিদ্রগুলোকে কায়দা করে বড় করে তোলা। বড় অফিস-বারকে লোভ লাগানো এবং অবৈধ আয়ের রাস্তাগুলো বারে বারে চিনিয়ে দেওয়া। কোন বাজারে সস্তায়, তাজা বড় মাছ-মুরগী পাওয়া যায় তার খবর সরবরাহ করা। বড় কর্তাদের সর্বদা বাজারে যাওয়া কঠিন। পিওন এসব বাজারী তথ্য দিয়ে কাজটি নিজে করিয়ে দেওয়ার প্রলোভন দেখায়। বসের

জন্য এটা বিরাট সহযোগিতা। আর পিয়নের লক্ষ্য থাকে কোন ছল-ছুতোয় বসের গিল্লী পর্যন্ত পৌঁছা! গিল্লীর কানে সেসব কথা জানিয়ে দেওয়া, বস কোন কাজটি কিভাবে করলে সহসা অনেক অর্থ-সম্পদের মালিক হওয়া যায়। নির্লোভ গৃহিণী হলে তো বাঁচে। নতুবা এই গৃহিণী কর্মকর্তা স্বামীর জন্য এক স্থায়ী আপদে পরিণত হবে! গিল্লীই সেই তাকে শ্রেষ্ঠ ঘুষখোর কর্মকর্তা বানিয়ে ছাড়বে আর পিওন হবে তার পাহারাদার। পরিনতিতে এ ধরনের ব্যক্তিদের হাতেই উল্টো পুতুল নাচের সুতার নিয়ন্ত্রণ চলে যায়। সেই সব কিছু Manipulate করা শুরু করে। তাই প্রতিষ্ঠানের ছোট কর্মকর্তা বলে উপেক্ষা করার সুযোগ নেই। একজন চৌকশ কুটিল কর্মচারী পুরো প্রতিষ্ঠানের নিয়মনীতি ভেঙ্গে দেবার জন্য একাই যথেষ্ট।

কর্মঠ মানুষ সदा ভাগ্যবান হয়। কর্মঠ মানুষের জীবনে ধৈর্যের অবদান বেশী। পৃথিবীতে একমাত্র কর্মঠ অধ্যবসায়ীরাই সফল হয়েছে। যোগ্যত-

নাসারে স্বীয় ময়দানে যে ব্যক্তি কঠোর পরিশ্রম ও সময় দেয় তার সফলতা আসবেই। অলস মানুষের প্রথম বদগুণ হল তারা চরম অধৈর্য পরায়ণ। তাই সে সফল হবার জন্য সদা সংক্ষিপ্ত পথের তল্লাশি করতে থাকে। অন্যের ক্ষতি করে, কাউকে প্রলোভন দেখিয়ে, মিথ্যা তথ্য দিয়ে, চটকদার বিজ্ঞাপন দিয়ে, দুই নম্বর ব্যবসা ফেঁদে, অন্যের টাকা নিজের পকেটস্থ করাকে চরম বুদ্ধিমানের কাজ মনে করে। উচ্চ শিক্ষিত হওয়া স্বত্বেও কুটিল স্বভাবের মানুষ, উপরের কাজগুলো করতে গিয়েও, ন্যূনতম বিবেকবোধ সৃষ্টি হয়না। এ ধরনের অনৈতিক ধাণ্ডাবাজিকে তারা চরম সফলতা মনে করে এবং মাঠে-ময়দানে, মিডিয়ায় উচ্চকণ্ঠে নিজের সফলতার সাফাই গাইতে থাকে।

ইসলাম ধর্মে এই কাজ চরম নিন্দনীয়। এসব মানুষের নগদ টাকার লোভে অনেকে হয়ত তাদের সম্মান দেয় কিন্তু প্রত্যেকের জন্য চরম অপমান-কর একটা দিন অপেক্ষায় থাকে। সেদিন তারা

মানুষের তামাশার পাত্রে পরিণত হয়। তবুও কুটিল মানুষ সেই চরম সত্যের কথা বুঝতে চায়না। তারা ভাবতে থাকে, গ্যাঁটে টাকা থাকলে সবই নিজের নিয়ন্ত্রণে থাকে। ফলে এসব মানুষ উপদেশ-নসিহতের জায়গায় চরম অহংকারী হয়ে উঠে। সে কারণেই হয়ত রাসুল (সাঃ) বলেছেন, “আল্লাহর নিকট সর্বাধিক ঘৃণিত মানুষ হচ্ছে সর্বদা কূটতর্ককারী”- বোখারী, মুসলিম। অন্যত্র বলা হয়েছে পথ ভ্রষ্ট মানুষদের জন্য কুটিলতা, কূটতর্কের বিষয়গুলো প্রিয় করিয়ে দেওয়া হয়। যাতে তারা সীমালঙ্ঘনের চূড়ান্ত সীমারেখা অতিক্রম করতে পারে। আর উমামা (রা) থেকে বর্ণিত রাসুল (সা) বলেছেন,

“হেদায়েতের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর কোন জাতি যদি পথভ্রষ্ট হয়, তবে তাদেরকে কুট বিতর্কে জড়িয়ে দেওয়া হয়” তিরমিযী, ইবনে মাজা।



১৫ই
ডিসেম্বর
মহান
বিজয়
দিবস



REEMAS TECHNICAL SERVICES

Cell Number:
+971 55 348 7273

 **Reemas Building. M. Floor, Office 9, Sheikh Zayed Road Alqouz 1, Dubai-UAE**



AL ZAEEM
AUTO ELECT & AC REPAIRING

 **+971 55 5183 744**

 **Opposite Abu Hall Centre, Inside Emarat Petrol Station, Hor-Al-Anz 50773 Dubal - U.A.E**



RAHAT RESTAURANT

Cell Number:
+971 56 525 2583

 **Opp. Abu Hall Centre, In Emarat Petrol Pump, Near KFC, Hor-Al-Anz, Dubai - UAE**



Ripon Hossain
Managing Director



JOHIRUDDIN SWAPAN MUNNA
Chairman
SANAN GROUP OF COMPANIES



SANAN GROUP OF COMPANIES

- Albait Aljameel Tech Cont.
- Bab Al Falah Documents Typing & Copying
- Sanan Restaurant
- Al Qubaa Paits Cont L.L.C
- Sanan Al Romh Painting Contracting
- Safwan Fatayar Cafeteria

- Al Safwan Typing & Photocopy
- Rukn Al Sayedat Ladies Gar Tr & Tailoring
- Bab Alfalah Building Maintenance
- Rukn Alsayedat Sale Of Women Ready-Made Clothes
- Sahra Kalbaa Ladies Tailoring
- Al Rukn Al Jameel Ladies Gar Tr & Tailoring

SANAN GROUP OF COMPANIES

Rolla, Behind Irani Market
Bank Street, Sharjah
United Arab Emirates

+971 55 558 2761
+971 55 552 0476
mdmuna207@gmail.com

৫২তম মহান বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা



Lion Alhajj S. M. Mozhar Ullah Miah

Managing Director
Mozhar Group of Companies

Founder Executive Member, Bangladesh Association, Dubai
Founder Member, Bangladesh Business Council Dubai
Proprietor, JM-3 Apartment, Zorargonj, Mirsarai
Founder President & Chief Patron, Mirsarai Shomity, United Arab Emirates
Adviser, Bangladesh Awamileague, UAE
Former President, Bangladesh Awamileague, Dubai Central Committee
Life Member, Zorargonj Mohila College, Zorargonj, Mirsarai.
Life Member, Zorargonj Model High School, Zorargonj, Mirsarai
Director, Zorargonj Idels School, Zorargonj, Mirsarai
Adviser, Bongobondhu Parishod, Dubai
Member, Mirsarai Association, Chottogram
Member, Lions Club, Chittagong
Life Member, Bangladesh Association, Sharjah
Members, Prockrity O Jibon Foundations Dhaka

Adviser, Badhon Theater, UAE
Adviser, Bangla Express Forum, UAE
Patron, NTV Viewers Forum, UAE



JM-3 Apartments



মনোরম পরিবেশ নিশ্চিত নিরাপত্তা ও ডিজিটাল মনিটরিং

Contact:

UAE: +971 50 6567715, +971 55 6567715

Bangladesh: +880 181 7000 707, +880 171 9855188

Email: mozharmiah@gmail.com

বন্ধনের আয়োজনে আমিরাত



অপরূপ সৌন্দর্য, নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ দেশ সংযুক্ত আরব আমিরাত। ২ ডিসেম্বর দেশটির ৫২তম জাতীয় দিবস। স্বাধীনতা লাভের ৫২ বছরে অবকাঠামোগত উন্নয়নে দেশটি এখন অপূর্ব সৌন্দর্যের এক লীলাভূমি। রয়েছে বিশ্বের উন্নত দেশের প্রথম সারিতে এবং বিশ্বের বসবাসযোগ্য নিরাপদ শীর্ষ দেশের তালিকায়ও। অপরদিকে ওয়ার্ল্ড হ্যাপিনেস রিপোর্ট অনুযায়ী বিশ্বের সুখী দেশের তালিকায়ও রয়েছে আমিরাত। তাছাড়া দেশটিতে পর্যটক আকর্ষণে বিশেষ করে দুবাইয়ে রয়েছে পবিত্র কোরআনিক পার্ক, গিনেস বুক স্থান পাওয়া মিরাকেল গার্ডেন, প্রজাপতির বাগান, বিশ্বের সর্বোচ্চ উঁচু ভবন বুর্জ খলিফা, বুর্জ আল আরব হোটেল, অষ্টম আশ্চর্য দ্বীপ জুমাইরাহ পাম আইল্যান্ড, আধুনিক স্থাপত্য শিল্পের অতুলনীয় অপরূপ সৌন্দর্যের বিখ্যাত শেখ জায়েদ মসজিদ, বিশ্বের দৃষ্টিনন্দন জাদুঘর মিউজিয়াম অব দ্য ফিউচারসহ আরো অনেক কিছু। যার জন্য প্রতিদিন বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে দেশটিতে ছুটে আসেন পর্যটকরা।

মরুর দেশ সংযুক্ত আরব আমিরাত, কোনো দেশ থেকে যুদ্ধ করে স্বাধীন না হলেও ১৯৭১ সালের (২ ডিসেম্বর) ব্রিটিশদের কাছ থেকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি পায় সেই থেকে জাতীয় দিবস হিসেবে দিনটি পালন করে আসছে। দেশটি

মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলের আরব উপদ্বীপের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে অবস্থিত। সাতটি শহর আবুধাবি, দুবাই, শারজাহ, আজমান, ফুজাইরাহ, রাস আল খাই-মাহ, উম্ম আল কোয়াইন-সহ সাতটি প্রদেশ নিয়ে আমিরাত গঠিত।

জাতীয় দিবস উপলক্ষে আমিরাতের প্রেসিডেন্ট শেখ মোহাম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ান, আমিরাতের প্রধানমন্ত্রী ও দুবাইয়ের শাসক শেখ মোহাম্মদ বিন রশিদ আল মাকতুম, পৃথক পৃথক বাণী দেন। বাণীতে নাগরিকদের সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করা হয়। তাছাড়া প্রাদেশিক শাসকগণ ৫২তম জাতীয় দিবস উপলক্ষে স্থানীয় ও আমিরাতে অবস্থানরত সকল অভিবাসীকে উষ্ণ শুভেচ্ছা জানান। জাতীয় দিবস উপলক্ষে উদারতা দেখিয়েছেন বন্দিদের মুক্তি দিয়ে।

দিবসটি উপলক্ষে নাগরিকরা আমিরাতের শেখদের ছবি ও পতাকা দ্বারা নিজেদের গাড়ি সাজিয়ে মোটর-র‍্যালি, বিমান মহড়া, ড্যান্সিং ঝর্ণা, আলোকসজ্জা, আতশবাজি, উঁচু ভবনে রঙ-বেরঙের সাজ আর আলোর ঝলকানিতে পরিনত হয়েছিলো অন্য এক শহরে। তাছাড়া আমিরাত জুড়ে সাজানো হয়েছে নানা রঙের ব্যানার ফেস্টুন। স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত, সুপার ও হাইপার মার্কেট সেজেছে নানা

সাজে। আনন্দ ভাগাভাগি করার লক্ষ্যে ও আরবদের উৎসাহ ছিলো দেখার মত। আমিরাতের জাতীয় দিবসকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন পার্ক, সিনেমা হল, পর্যটনকেন্দ্র এবং বিনোদন কেন্দ্রগুলোতে ব্যাপক লোকসমাগম দেখা গেছে। ট্রাফিক আইনে ছিলো শীতলতা।

স্থানীয় নাগরিকদের সঙ্গে প্রবাসী বাংলাদেশিরাও নানা আয়োজনে দিনটি উদযাপন করেছে। আমিরাত প্রবাসীদের সংগঠন বন্ধন প্রায় এক যুগ ধরেই আমিরাতের জাতীয় দিবস উদযাপন করে আসছে। তার ধারাবাহিকতায় ৫২তম জাতীয়



জাতীয় দিবস উদযাপন



ছবিঃ মোহাম্মদ নিয়াজ

দিবসে আয়োজন করা হয় ফ্যামিলি পিকনিক। সকাল ৯টায় বাংলাদেশ ও আমিরাতের পতাকা দিয়ে দুই শতাধিক গাড়ি সাজিয়ে প্রায় ৪ শতাধিক বাংলাদেশি শোভাযাত্রা করে শারজাহ থেকে ৮৭ কিলোমিটার দূরের পর্যটন এলাকা মাদামের ইয়াকুব সৈনিক ফার্ম হাউজে পৌঁছে। সেখানে দিনব্যাপী ছিল নানা আয়োজন। পতাকা র্যালি, জাতীয় সংগীত, ছোট-বড় সবার জন্য খেলাধুলাসহ নানা আয়োজন, প্রবাসীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে বনভোজন পরিণত হয় প্রবাসীদের মিলনমেলায়। শিশুদের জন্য ছিল আমিরাত সম্পর্কীয় কুইজ প্রতিযোগিতা।



নানা প্রতিযোগিতা ও র‍্যাফেল ড্রর মাধ্যমে ১২ জন ভাগ্যবানকে দেয়া হয় আকর্ষণীয় পুরস্কার। এমন আয়োজনে খুশি সাধারণ প্রবাসীরা।

শোভাযাত্রায় অংশ নিয়ে আমিরাত প্রবাসীরা বলেন, সংযুক্ত আরব আমিরাত আমাদের দ্বিতীয় দেশ। এখানে আমাদের বাচ্চারা পড়ালেখা করে। আমিরাতের আইন কানুন মেনে আমরা ব্যবসা বানিজ্য ও চাকুরি করে বাংলাদেশে রেমিট্যান্স প্রেরণ করে দেশের অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখি। এই দেশের প্রতি আমাদের ভালোবাসার কমতি নেই। ভালোবাসা প্রকাশের জন্য এই আয়োজনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আয়োজকরা জানান, আমিরাত আমাদের আবেগ ও ভালোবাসার জায়গা। আরব আমিরাতের জাতীয় দিবসে শোভাযাত্রা ও দিনব্যাপী নানা আয়োজনের মধ্যদিয়ে আমরা উদযাপন করি। দুই দেশের বন্ধন ধরে রাখতে নিয়মিত এমন আয়োজন অব্যাহত রাখার চেষ্টা করব। জন্মভূমি থেকে আমরা অনেক দূরে। আমিরাত আমাদের কর্মস্থল হওয়ায় দেশটির প্রতি সম্মান ও ভালোবাসা থেকেই মূলত এক যুগ থেকে আমাদের এমন আয়োজন চলে আসছে। আমরা আমাদের মানসিক শান্তি ও দায়বদ্ধতা থেকে এই আয়োজন করি।

প্রায় এক যুগের এই আয়োজনে যাদের পরিশ্রমে

একটি দিন প্রবাসীরা কাটান তারা হলেন, মোহাম্মদ নাজমুল হক, মিজানুর রহমান, মামুনুর রশীদ, মফিজুর রহমান পিংকু, ইমাম হোসেন পারভেজ, মাহাবুব মোরশেদ, কাজী ইসমাইল, মমতাজ আইয়ুব, লুবাবা শারমিন, আফরোজা পলি, পপি পারভেজ ও নাছরিন।

২ ডিসেম্বর উপলক্ষে জাতীয় দিবসে বেসরকারি তিন ও সরকারিভাবে চার দিনের ছুটি ঘোষণা করে আমিরাতের সরকার। তাই এই দিনটিতে দেশজুড়েই জমকালো আয়োজনে উৎসবে মাতেন স্থানীয় ও প্রবাসীরা। এবারের বিশেষ আকর্ষণীয় ছিল দেশটিতে বসবাসরত সকলের জন্য বিনামূল্যে ৭ দিনের জন্য ৫২ জিবি ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ।



মেহেদি ইউছুফ
সাংবাদিক

তথাকথিত সিনিয়র-জুনিয়র



আব্দুল্লাহ আল শাহীন

সাংগঠনিক সম্পাদক, বাংলাদেশ প্রেসক্লাব ইউএই



সিনিয়র - জুনিয়র। দু'টি ইংরেজি শব্দ। সামাজিক পারস্পরিক সুসম্পর্ক তৈরীর অন্যতম প্রতীক। এ শব্দদ্বয়ের কারনেই দেখা দিচ্ছে নানা বিশৃংখলা ও দূরত্ব।

অঘোষিতভাবে স্বীকৃতি পাওয়া এই কথিত সিনিয়র-জুনিয়র নীতি সমাজের সর্বস্তরে বেশ লক্ষণীয় ভাবে ব্যবধান তৈরী করে চলছে। যার ফলে বাড়ছে দূরত্ব, ব্যাহত হচ্ছে সামাজিক বন্ধন। অনেক ক্ষেত্রে সিনিয়রদের ভাবভঙ্গী জুনিয়রদের জন্য মানসিক কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের দেশের প্রচলিত রাজনৈতিক মাঠেও উক্ত নীতির বিশাল প্রভাব বিদ্যমান। বয়স ও শ্রেণি এড়িয়ে চলার কথা নয় শুধু মানবিক দৃষ্টিকোণ বিবেচনায় সমপ্রীতির দূরত্ব কমানোর কথা বলছি। বহুকাল থেকে গড়ে ওঠা তথাকথিত সিনিয়র-জুনিয়রের এ দূরত্ব দেয়াল পুরোপুরি ভেঙ্গে দিতে না পারলেও ধীরে ধীরে এ প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকলে একদিন হয়তো এ ব্যবধান কমবে, বাড়বে সম্প্রীতি আর উন্নত হবে পারস্পরিক বন্ধন। এই অনুধাবন থেকেই বিষয়টি আলোকপাত করছি।

আব্দুল্লাহ'র রাসূল শিশুদের সাথেও বন্ধুত্ব করেছেন। শুধু তাই নয় মহানবী (সা.) বলেছেন, 'যারা ছোটদেরকে আদর করে না এবং বড়দের সম্মান

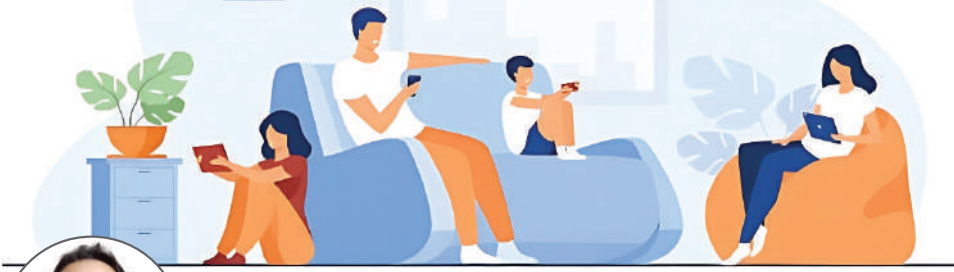
করে না, তারা আমাদের আদর্শের অনুসারী নয়। মহানবী (সা.) দুনিয়ায় এসেই বন্ধুত্ব করলেন ছোটদের সাথে। তাঁর বন্ধু হলেন হযরত আলী (রা.), খালিদ বিন অলিদের মতো ছোট শিশু-কিশোররা। তাদের নিয়ে তিনি কিশোর বয়সেই গঠন করেন 'হিলফুল ফুজুল' নামে একটি সংগঠন। সেই সংগঠন আমাদের জন্য শিক্ষা। আব্দুল্লাহ'র রাসূল যেখানে শিশুদের সাথে বন্ধুত্বসুলভ আচরণ করেছেন আমরা সেই রাসূলের অনুসারী হয়ে কেন পারবো না? আমাদের সমাজে শিশু দূরে থাকা বয়সে বা কর্মপদে ছোট হলে দুর্ব্যবহার করি। অকাট্য ভাষায় কথা বলি। কথাবার্তা ও মৌখিক আচরণে আমাদের কীভাবে শালীন হতে হবে সে ব্যাপারে আব্দুল্লাহ তায়াল্লা এরশাদ করেন, 'মানুষের সাথে সুন্দরভাবে কথাবার্তা বলো।' (বাকারা : ৮৩)। আমাদেরকে অবশ্যই মানুষের সাথে সুন্দরভাবে কথা বলতে হবে।

মানুষ খারাপ আচরণ করে তখনই, যখন সে নিজেকে বড় মনে করে এবং অন্যকে ছোট ও তুচ্ছ মনে করে। সে চিন্তা করে যে, আমি তো বড়, সবার কর্তব্য হচ্ছে আমাকে সম্মান করা ও অনুগত থাকা। কিন্তু সে যদি নিজের পদমর্যাদাকে এমন ভাবে চিন্তা করে যে, কর্মপদ বড় হওয়ার খাতিরে আমার অধীনস্থ হয়ে অনেকে কাজ করতে হচ্ছে। এজন্য আমি বড় আর সে

ছোট হয়ে গেল তা নয় বরং আমরা সবাই নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে চলছি। এই মনোভাব সৃষ্টি করতে পারলে কখনো নিজেকে সিনিয়র জুনিয়রের তথাকথিত নীতিতে আটকা রাখবেনা। এভাবে বিনয়ী হলে পরে সম্প্রতি বৃদ্ধি পাবে। তাছাড়া বিনয়ী এবং কোমল স্বভাব দ্বারা ছোট বড় সবার মন জয় করার মাধ্যমে ব্যবসাবাণিজ্য কিংবা কর্মস্থলে উন্নতি করা সহজ হবে। বর্তমানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও তথাকথিত সিনিয়র জুনিয়রের দূরত্ব দেখা যায়। যার ফলে সামাজিক সম্প্রীতি বিনষ্ট হচ্ছে।

ভাতৃত্ব ও সম্মান বৃদ্ধি করতে হলে বিনয়ী হতে হবে। নিজেকে উন্নত মানসিকতা সম্পন্ন হতে হবে। শুধু বড়দের বা বন্ধু বান্ধব নয় এলাকার ছোট ভাই বোনদের সাথে সালাম বিনিময় করা জরুরি। আমাদের সমাজে সালামকে ভুল ভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। সালাম বিনিময়ের পরিবর্তে ছোটদের কাছ থেকে বড়দের সালাম পাওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। তাছাড়া ছোট-বড় সবার কাছ থেকে ভালোবাসা এবং স্নেহ পেতে হলে অবশ্যই নিজেকে উদার মনের পরিচয় দিতে হবে। বিবেককে জাগ্রত করতে হবে। কারণ উন্নত বিবেক তৈরী করে উন্নত মানসিকতা, উন্নত মানসিকতা সৃষ্টি করে প্রেমময় সমাজ।

হারিয়ে যাচ্ছে সামাজিক সম্পর্ক



মুনশী ইকবাল

সাংবাদিক, চিকিৎসক

আমাদের সমাজ ও সংস্কৃতির সাথে সম্পর্ক এবং রাজনীতি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এখানে আমরা সম্পর্ক ও রাজনীতি নিয়ে সহজ ভাষায় কিছু কথা বলার চেষ্টা করবো। কথাগুলো হবে পুঁথিগত নয় মুখের ভাষায় সরল কথা।

সম্পর্ক একটি বিশাল ব্যাপার, সম্পর্ক একটি বন্ধন। সম্পর্ক সামাজিক বন্ধনের মূল ভিত্তি। একটি ভারসাম্যপূর্ণ এবং সুন্দর সমাজ ব্যবস্থায় সামাজিক বন্ধন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই সম্পর্ক হয় ব্যক্তিগত, পারিবারিক এবং সামাজিক। ব্যক্তিগত সম্পর্ক একসময় পারিবারিক সম্পর্কে রূপ নিতে পারে, কখনো সেই সম্পর্ক সামাজিক সম্পর্কেও বিস্তার লাভ করে। যেমন ব্যক্তিগত সম্পর্ক বন্ধুত্ব থেকে বিশেষাঙ্গীর্ণ মাধ্যমে পারিবারিক সম্পর্কে যায় আবার সেই বিয়ের আয়োজন সামাজিকভাবে সম্পর্কের মাধ্যমে সমাজও এতে জড়িত হয়। ফলে তা সামাজিক সম্পর্কেও রূপ নেয়। আর এভাবেই সম্পর্কের ভেলায় চড়ে একটি সুন্দর সামাজিক বন্ধন তৈরি হয়। অনেকে ইদানীং বলেন আমাদের আগেকার দিনগুলো খুব সুন্দর ছিল, এখন সেই দিন নেই। খেয়াল করলে দেখা যাবে সেসময় আমাদের সামাজিক ভিত্তি ছিল খুব সুন্দর এবং শক্ত। সমাজে সম্পর্কের গুরুত্ব ছিল, সবাই সম্পর্ক রক্ষা করে চলতে আন্তরিক ছিলেন। সবার আগে ছিল সম্পর্ক।

দেশ ও সমাজ সুন্দরভাবে পরিচালনার একটি মাধ্যম হলো রাজনীতি। রাজনীতি যত সুন্দর ও শক্তিশালী সমাজও তত সুন্দর হয়। রাজনীতি সমাজের মানুষ নিয়েই হয়। গ্রামে যা পলিটিক্স শহরে তাই রাজনী-

তি। গ্রামীণ জীবনে আরেকটি আলাদা পরিভাষাও প্রচলিত যার নাম ভিলেজ পলিটিক্স। ভিলেজ পলিটিক্স সম্পূর্ণ আলাদা একটি ব্যাপার। এর পরিধি, ব্যক্তি ও সংস্কৃতিও আলাদা। আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় মূলত রাজনীতি বা দলীয় রাজনীতি। একটা সময় সম্পর্ক এবং রাজনীতি একই পথের মোহনায় সহাবস্থানের থাকলেও ইদানীং তা আরে আগের জায়গায় নেই। সুন্দরের চিন্তা থেকে রাজনীতির জন্ম হলেও আমাদের সমাজে এখন রাজনীতি কুলষিত হয়ে গেছে। বিগত পনেরো বছরে রাজনীতিকে সেই পথে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

সম্পর্কের পর রাজনীতি থাকলেও এখন রাজনীতির উপর ভিত্তি করে সম্পর্ক প্রতিস্থাপন হচ্ছে। যা একটি সুন্দর সমাজ ব্যবস্থার জন্য হতাশাজনক। এতে মানুষের মাঝে সম্পর্কের গুরুত্ব কমে যাচ্ছে, ফলে সমাজের সৌন্দর্য নষ্ট হচ্ছে। সামাজিক ভিত্তি নষ্ট হয়ে বিচ্ছিন্ন ও বিভক্তির সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। এতে সামাজিক মূল্যবোধের চরম অবক্ষয় দেখা যাচ্ছে, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হচ্ছে, মাদক ও অসামাজিক কাজের বিস্তার বাড়ছে। সমাজে অশান্তি তৈরি হয়েছে। একটা সময় আমাদের যে সামাজিক বন্ধন ছিল, সামাজিক একতা ছিল তা ভেঙে পড়েছে।

চলমান অবস্থার দিকে চোখ দিলে দেখা যায় রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের মধ্যে ব্যক্তিগত ও সামাজিক সম্পর্কের চেয়ে দলীয় সম্পর্কের গুরুত্ব অগ্রাধিকার পাচ্ছে। দলীয় সমর্থন একটি মানসিক সমর্থনের ব্যাপার, কিন্তু দেখা গেছে এমনভাবে সামাজিক প্রেক্ষাপট তৈরির চেষ্টা করা হয়েছে যে, প্রতিপক্ষ থাকা যাবে না! এতে মানুষের মনের উপর জোর খাটাতে গিয়ে দলীয়ভাবে নিরলসকর্মী পেতে ব্যর্থ হওয়ার পাশাপাশি সামাজিক মূল্যবোধ নষ্ট হচ্ছে।

এরবাইরে সমাজে যে স্বাধীন মতপ্রকাশের অবস্থা তা নষ্ট হচ্ছে।

এরফলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সামাজিক ভিত্তি বা সম্পর্ক। একটা সময় ছিল যখন বিকেল হলে কিশোর তরুণরা মাঠে খেলতো, সহপাঠীরা একসাথে আড্ডা দিতেন। কে কোন দলের তা কখনোই সেখানে মুখ্য ছিল না। বয়স্করা গ্রামের বাজারে বা মসজিদ-মন্দিরের উঠোনে বসে গল্পগুজবে মশগুল থাকতেন। এসব গণসংগঠনের মধ্যেই কার কী সমস্যা, কাকে কীভাবে সাহায্য করা যায় বা কে কোথায় কোনদিকে মানুষের ক্ষতি করছে তা নিয়েও আলোচনা হতো, সহজ সমাধানও চলে আসতো। কিন্তু সম্পর্ক দলীয়করণ করে সামাজিক সম্পর্কের ভিত্তিতে এত শক্ত আঘাত করা হয়েছে যে মানুষ এখন দলীয় পরিচয়ের বাইরে আর কোনো পরিচয়ই যেন দিতে চান না। বিশেষাঙ্গীর্ণ থেকে শুরু করে সামাজিক অনুষ্ঠানে দাওয়াতে পর্যন্ত দলীয় দৃষ্টিকোণের বাইরে কাউকে বলা হয় না। দেখা যায় পাশের বাসায় বিয়ে কিন্তু প্রতিবেশী সেই বিয়ের খবর জানেন না, দাওয়াত দেওয়া হয় না, অথচ সেই কোথা থেকে কোথা দূর থেকে এসে দলীয় লোকজন বিয়ের দাওয়াতে অংশ নেন। কিন্তু আজ থেকে দেড় যুগ আগে তা চিন্তাই করা যেতো না। এখন ভাই ভাইয়ের পরিচয় দিতে চায় না, প্রতিবেশী প্রতিবেশীকে চিনে না, ছাত্র শিক্ষককে সম্মান করে না, শিক্ষক নিজেকে শিক্ষকের চেয়ে দলীয় পরিচয়ে পরিচয় দিতে স্বস্তি বোধ করেন। অর্থাৎ এখন সবার কাছে সামাজিক সম্পর্কের চেয়ে রাজনৈতিক পরিচয়ই যেন বড়ো হয়ে দাঁড়িয়েছে। সম্পর্কের চেয়ে রাজনীতিকে বড়ো করে তুলে নিয়েছে। সম্পর্ক বনাম রাজনীতি একটি বাক্যে পরিণত করা হয়েছে। এতে সমাজে অস্থিরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। সমস্যা বর্তমানে এত প্রকট আকার নিয়েছে যে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিও ক্রমশ অবনতির দিকে যাচ্ছে।

তাই এ থেকে উত্তরণের জন্য রাজনীতির আগে সামাজিক সম্পর্কের গুরুত্ব দিতে হবে। রাজনৈতিক পরিচয় যাই হোক আগে তিনি আমার ভাই, তিনি আমার বন্ধু, তিনি আমার প্রতিবেশী এই পরিচয়কে আবার আগের মতো সামনে নিয়ে আসতে হবে। সামাজিক মূল্যবোধ বিনষ্টকারীদের অপাংক্ত্যে করে দিতে হবে। তাহলেই সেই যে সবাই বলেন আগে কী সুন্দর দিন কাটাইতাম, সেই দিন ফিরে আসবে।



**JADEED AL NAKHEEL
REAL ESTATE LLC**



আমিরাতে নিজের নামে
স্বপ্নের বাড়ি ও
ফ্ল্যাট ক্রয়ের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান
জাদিদ আল নাখিল
রিয়ল এস্টেট।



Group of Companies:

Jadeed Al Nakheel Real Estate LLC

Marwan Decor Works LLC

Sumaiya Supermarket

Nazrul Islam

Chairman, Al Jadeed Group of Companies

Tel: +971 6 7441210, Cell: +971 56 835 3999

Ajman, United Arab Emirates

Email: seaview.ajman@gmail.com

GLOBAL BUSINESS CONFERENCE 2023

DECEMBER
22-24, 2023

كبي
الدبي

CO-SPONSORS



عطورات الحرمين
AL HARAMAIN PERFUMES
منذ ١٩٧٠ 1970



OUR PARTNERS



IN COLLABORATION WITH



US Bangladesh Global
Chamber of Commerce
(USBGCC)

KNOWLEDGE PARTNER



FASHION SHOW PARTNER



PARTNER



JOINTLY ORGANIZED BY



প্রবাসীদের

কষ্ট ও বিড়ম্বনা



এনামুল হক

সাংবাদিক, কলামিস্ট - সদস্য, বাংলা প্রেসক্লাব, বার্মিংহাম, যুক্তরাজ্য

প্রবাসীদের কষ্ট, হয়রানি আর বিড়ম্বনার শেষ নেই। প্রবাসীদের বলা হয় রেমিট্যান্স যোদ্ধা। কিন্তু প্রবাসীদের নানাবিধ সমস্যার কোন সমাধান কেউ খুঁজে বের করতে পারেনি। সমস্যা যেন দিনদিন বেড়েই চলেছে।

ইদানীং যেকোনো বিষয়ে লিখলেই সব কিছুতেই মানুষ রাজনীতির মারপ্যাচ খুঁজে বেড়ায়। কিন্তু রাজনীতির আড়ালে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মানুষ বুকে চাপা দিয়ে রেখে জীবন কোনমতে চালিয়ে দিচ্ছে। এসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে কারোই আগ্রহ নেই।

যারা প্রবাস জীবন বেছে নিয়েছেন বা দীর্ঘদিন থেকে পরবাসী হয়ে থাকেন, দীর্ঘদিন থেকে আছেন কিংবা নতুন এসেছেন তাদের লাইফ স্টাইল, দিনাতিপাত, স্বপ্ন, কল্পনার সাথে পরিবার স্বজনদের আচরণ, সংশয়, সমন্বয়হীনতা, অতিরিক্ত প্রত্যাশার চাপ, কল্পনা আর বাস্তব জীবনের হিসেব কষতে গিয়ে অনেক স্বপ্নের সমাধি হয় তা অনেকেই জানেনা।

প্রবাসীরা যখন দেশ ছেড়ে বিদেশে পাড়ি জমান তখন পরিবার স্বজনরা অনেক আশায় বুক বাধে। কিন্তু স্বপ্নের সাথে যখন বিপরীত মুখী বাস্তবতার অঘোষিত লড়াই তৈরি হয় তখনই দেখা দেয় বিপত্তি। এই সমস্যাটি এখন মারাত্মক ব্যধীতে পরিনত হয়েছে।

বিষয়টি এমন পর্যায় পৌছেছে যে পারিবারিক বন্ধনে আঘাত আসতে শুরু করেছে। তৈরি হচ্ছে পারিবারিক কলহ। ভাই ভাইয়ের সাথে দ্বন্দ্ব বাবার সাথে পিতার মতানৈক্য।

গত কয়েক দিনে কয়েকজন প্রবাসীর ম্যসেজ আর ফোন কল পেয়ে আমি রীতিমতো হতবাক ও মর্মান্বিত হয়েছি। শুধু তাই নয় একজন প্রবাসীর ম্যসেজ পড়ে আমি কেদেছি।

বাবা তার ছেলেকে প্রাপ্য সম্পদ থেকে বঞ্চিত করছে, ভাই তার ভাইয়ের সম্পদ দখল করছে, ভাই তার বোনের হক আত্মসাত করছে, সময়ে অসময়ে প্রবাসীদের কাছে চাহিদার বেশি অর্থ চাওয়ার পর সময় মতো দিতে না পারলেই পারিবারিক ফেতনা তৈরি করা হচ্ছে। এসবের পিছনে কিছু মানুষ উস্কানি দিয়ে কৌশলে পারিবারিক অশান্তি তৈরি করছে।

অনেকেই জানেন না আর জানলেও বুঝতে চাননা প্রবাসের বাস্তবতা। আয়-ব্যয়ের সমন্বয় করে প্রত্যাহিক জীবন পরিচালনা করে স্বজনদের চাহিদা পূরন করাটা অনেক কঠিন। বিশেষ করে নতুন প্রবাসীরা এসবের ভূক্তভোগী।

সেদিন একজন জানালেন, লন্ডনের ভিসা হয়ে গেছে বা লন্ডন চলে এসেছি শুন্যার পর সবাই খুব খুশি হয়। কিন্তু আসার পর কয়েক মাসের পরেই

শুরু হয় টাকা অর্ডার। কিন্তু এখানে ইনকাম আর ব্যয়, পড়ালেখার খরচ, থাকা খাওয়া, গ্যাস বিল ইলেকট্রিসিটি বিল, কাউন্সিল ট্যাক্স, আনুসঙ্গিক খরচাদি চালানোর পর একজন নতুন প্রবাসী স্বজনদের চাহিদা কতটুকু পূরণ করতে পারে তা কারো ধারণাই নেই।

সেদিন একজন ভাইয়ের ম্যসেজের লেখা আমকে কাদিয়েছে। জন্মদাতা বাবা হয়েছে সন্তানের প্রতি এত অবিচার জ্বলুম করতে পারে এই যুগে! কি আজব জঘন্য এক সমাজ ব্যবস্থা তৈরি হয়েছে।

এইতো কিছু দিন আগে সৌদি আরব থেকে এক তরুণের হার্ট এটাকে মৃত্যুর খবর পেলাম। খোজ নিয়ে জানলাম পারিবারিক অশান্তি থেকেই তরুণটি হার্ট এটাক করেছে।

এই যুক্তরাজ্যেও আমি অনেকের সাথে কথা বলে বুঝতে পারলাম নিজের পরিবারের মানুষজন আত্মীয় স্বজন থেকে যে পরিমাণ চাপ, মানসিক যন্ত্রণা ও প্রত্যাশা পূরন করতে না পারার অপবাদ সহ অসংখ্য যন্ত্রণা বুকে চাপা দিয়ে মানুষ প্রবাসের যাপিত জীবনে মানিয়ে নিয়েছে।

এই বিষয়টি সমাজের নতুন ভাইরাস ব্যধী হিসেবে পরিনত হচ্ছে। এবিষয়ে সমাজে সচেতনতা তৈরি করা প্রয়োজন।

দেশে প্রবাসী বিনিয়োগে ধ্বস নামার এটিও একটি বড় কারণ। ভবিষ্যত প্রজন্ম দেশ বিমুখতার এটি একটি বড় কারণ।

সেদিন বাংলাদেশী বংশদ্ভূত ২২ বছরের এক ব্রিটিশ তরুণ আমাকে বলেছে, তার বাবা সারা জীবনের ইনকাম দিয়ে দেশে সকল সম্পত্তি তৈরি করেছেন। কিন্তু লাষ্ট ইয়ার তার আঙ্কেল আর কাজিনরা মিলে তা দখল করেছেন। তার বাবা গত বছর দেশে গিয়ে ঘরেই থাকতে পারেননি। অথচ সেই টাকা দিয়ে এখানে দুটি বাড়ি ক্রয় করলে মাসে দুই থেকে তিন হাজার পাউন্ড ভাড়া পেতেন।

এমন অসংখ্য উদাহরণ আছে যেসব কারণে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বাংলাদেশ বিমুখ হয়ে পড়ছে। হলি ডে যখন আসে নতুন প্রজন্ম মরক্কো, তর্কি সহ ইউরোপ আমেরিকা ঘুরতে চলে যায় কিন্তু বাংলাদেশে তারা যেতে চায়না। কেন নতুন প্রজন্ম বাংলাদেশ বিমুখ তার রয়েছে বহুমাত্রিক কারণ।

বর্তমান বাংলাদেশের অর্থনীতির চাকা সচল করে রেখেছেন শুধু মধ্যপ্রাচ্য প্রবাসীরা

বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্য ব্যবসায়ীদের অন্য দৃষ্টিতে দেখা হয়। কিছু দিন আগে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্য প্রবাসীদের নিয়ে একটি শর্ট ফিল্ম দেখলাম এমন ভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে যেনো প্রবাসীরা খুবই নিম্নমানের! অথচ বর্তমান বাংলাদেশের ধ্বংসপ্রায় অর্থনীতির চাকা সচল করে রেখেছেন শুধু মধ্যপ্রাচ্য প্রবাসীরা।

সেই সাথে প্রবাসী ভাই ও বোনদেরও সময়ের আলোকে চিন্তা চেতনা পরিবর্তন করা প্রয়োজন।

সুস্থ চিন্তা আর সুন্দর মানসিকতা এবং দীর্ঘ মেয়াদী ভবিষ্যত পরিকল্পনা একটি সুন্দর গোছানো জীবন গঠনে সহায়ক। পাশাপাশি নীতি নৈতিকতাহীন জীবন ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং বর্তমান অপসংস্কৃতির ছোবল থেকে নিজে এবং নিজের পরিবারকে বাচাতে নিজের অনুপস্থিতিতে পরিবারের সদস্যদের যেকোন বিপজ্জনক পথ রোধ করতে ধর্মীয় অনুশাসন ও খোদাভীতি অর্জনের মাধ্যমে একটি সুন্দর পরিবার ও সমাজ গঠন সম্ভব।

এই সুন্দর সমাজ, একটি আদর্শ পরিবার গঠনে প্রবাসীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আমরা প্রবাসীরা চাইলে যার যার পরিবারে এই ভূমিকা পালনে সচেষ্ট হতে পারি।

এই বিষয়টি নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং মিডিয়ায় সচেতনতা তৈরি করা এখন খুবই জরুরি। যার যার অবস্থান থেকে সবাইকে এগিয়ে আসা প্রয়োজন।



H.M.Sawkat Ali Mollah
Chairman
Mollah Mac's gorup Ltd.
+971524922500

عالم الصباح لتخليص المعاملات
ALAM AL SUBAH
DOCUMENTS CLEARING



ইউ.এ.ই প্রতিষ্ঠানের ৫০ জনের অধিক কর্মচারী থাকলে একজন লোকাল নাগরিক রাখা বাধ্যতামূলক লোকালের প্রয়োজন হলে যোগাযোগ করবেন।

ট্রেড লাইসেন্স রিনু ও ফ্যামিলির ভিসা ইজারি। দুবাই টুরিস্ট ভিসা ও সাওদিয়ার ১ বছরের মাল্টিপল ভিসা পাওয়া যায়।

১। ইম্পুরেন্স করা হয়। ২। ২৪ ঘন্টা আউট পাস করা হয়। ৩। ব্যাংক একাউন্ট করা হয়। ৪। অফার লেটার করা হয়।



ফ্রিলেন্সার ভিসা ৬৪৫০/
কাতার # বাহরাইন # ওমান
সৌদি # সিঙ্গাপুর # মালেশিয়া
মিশর # থাইল্যান্ড

ইউরোপ

- * অস্ট্রেলিয়া * আমেরিকা
- * কানাডা * অস্ট্রিয়া
- * আইসল্যান্ড * ইতালি
- * গ্রিস * জার্মান
- * ডেনমার্ক * পোল্যান্ড
- * পর্তুগাল * ফ্রান্স
- * ফিনল্যান্ড * মাল্টা প্রম্পেন
- * সুইজারল্যান্ড * সুইডেন
- * হাঙ্গেরি * তুরকি * রাশিয়া

Tel: +971 4 2342534, 0524922500, 0569584737

Deira, Dubai, U.A.E

E-mail: Dubaivisa2021v@gmail.com
arabiancoast2020@gmail.com

اقتصادية دبي
DUBAI ECONOMY



تنسھیل
TAS-HEEL



إيجاري
EJARI

বিজয়ের মাস, গৌরবের মাস

যাঁদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে এ বিজয় তাঁদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা



Al Mamun Metallic Coating & Steel Fabrication

Group of Companies:

SHAMS AL MADINA METAL COATING LLC, SHARJAH
PROSPEROUS MAINTENANCE, DUBAI
EFFORT METAL PRODUCT COATING LLC, DUBAI
DESIGN SAVY DECORATION INTERIOR DESIGN STUDIO
SAVY CARPENTRY, UAQ
AL NOOR METAL ELECTROPLATING, UAQ
SONNU HIRA MECHANICAL SERVICES LLC
SUN SIGN CARPENTRY WORKS LLC



Abdullah Al Mamun
Managing Director

Sports Secretary
Bangladesh Association Sharjah
UAE



+971 50 853 0744

Industrial Area 2, Sharjah, UAE

info@almamunmetallic.com

www.almamunmetallic.com



বিদেশ থেকে বাংলাদেশে গাড়ি প্রাপ্ত অনায়ামে!

দুবাই, আবু ধাবি, শারজাহ এবং রাস আল খাইমাহ
থেকে বাংলাদেশে গারিবুক করতে কল করুন



HELMAK TRAVELS L.L.C
+97145808890 | +971522796425

NOAH



SEDAN



HIACE



বাংলাদেশ ২৪/৭ কাস্টমার সার্ভিস

+880 1810 198969



Garibook.com



Garibook

গাড়িবুক অ্যাপ ডাউনলোড করুন



GET IT ON
Google Play



DOWNLOAD ON THE
App Store



শেখ জায়েদ গ্রান্ড মসজিদ

শেখ জায়েদ গ্রান্ড মসজিদ সংযুক্ত আরব আমিরা-
তের বৃহত্তম এবং সবচেয়ে নান্দনিক। সারাবিশ্বের
পর্যটকদের কাছে এটি খুবই জনপ্রিয়। প্রতিবছর
প্রায় ৫০ লাখ মানুষ এটি দেখতে আসেন।

আবুধাবির জাঁকজমকপূর্ণ এই মসজিদটি তৈরির
কাজ শুরু হয় ১৯৯৬ সালে। প্রায় ৫৪৫ মিলিয়ন
ডলার এবং ১২ বছর সময় লাগে এর কাজ শেষ
করতে। বর্তমান বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম এই মস-
জিদটির আয়তন ২২ হাজার ৪১২ বর্গমিটার। যা
প্রায় চারটি ফুটবল মাঠের সমান।

একসঙ্গে এই মসজিদে প্রায় ৪০ হাজার মানুষ
নামাজ পড়তে পারেন। এছাড়াও বৃহত্তম হাতে
বোনা কার্পেট, বৃহত্তম ঝাড়বাতি এবং বৃহত্তম
গম্বুজের গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে রয়েছে এই
মসজিদের নামে।

৮২টি সাদা মার্বেলের গম্বুজ, বাইরের ১ হাজার
৯৬টি কলাম, ভেতরের ৯৬টি মণি খচিত কলাম
এবং ৭টি ২৪ ক্যারেট স্বর্ণ খচিত ঝাড়বাতি
রয়েছে।

বিশ্বমানের ৩৮টি প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৩ হাজার কর্মী
এই মসজিদটি তৈরিতে কাজ করেছেন। সংযুক্ত
আরব আমিরাতে প্রথম রাষ্ট্রপতি প্রয়াত শেখ
জায়েদ বিন সুলতান আল নাহিয়ানের নামানুস-
ারেই এই মসজিদটির নামকরণ করা হয়েছে।
তিনিই এই মসজিদ করার পরিকল্পনা করেছি-
লেন।

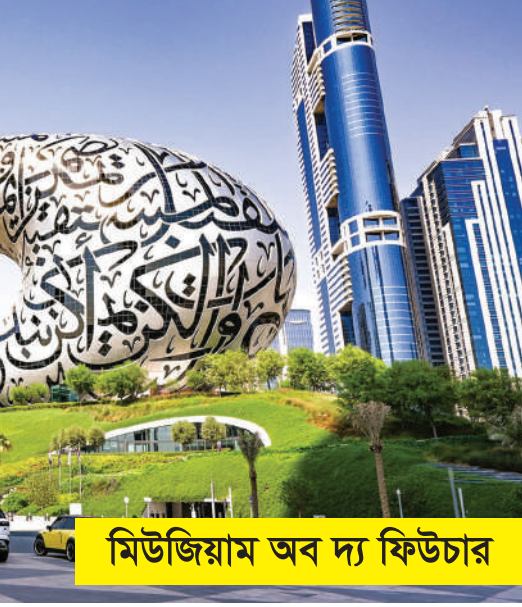


দুবাই মিরাকেল গার্ডেন

সংযুক্ত আরব আমিরাতে শীতকালে সবচেয়ে বেশি পর্যটক দেখা যায় মিরাকেল গার্ডেনে। ২০১৩
সালের ভালোবাসা দিবসে ২০ লাখ বর্গফুট জায়গাজুড়ে বিশ্বের বৃহত্তম প্রাকৃতিক ফুলের বাগান উদ্বোধন
হয়।

বাগানটির রক্ষণাবেক্ষণে প্রতিদিন গড়ে ৭ লাখ, ৫৭ হাজার, ৮২ লিটার পানি লাগে। ২০১৫ সালে
দুবাই মিরাকেল গার্ডেন দুবাই প্রজাপতি উদ্যান চালু করে। এটি বিশ্বের বৃহত্তম এবং এই অঞ্চলের
প্রথম অভ্যন্তরীণ প্রজাপতি উদ্যান। এটি ২৬ প্রজাতির ১৫ হাজার প্রজাপতির অভয়ারণ্য।

আকাশযান এমিরেটস্ এয়ারলাইনস ফুল দিয়ে মোড়ানো, কলস থেকে পানির মতো করে ফুল ঝরছে,
এমন অনেক চোখ জুড়ানো দৃশ্য চোখে পড়বে বাগানটিতে। মিরাকেল গার্ডেনের ফুলের তৈরি ঘড়ি
গিনেস বুক নামে লিখিয়েছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় ফুলের ঘড়ি হিসেবে। ৪ কোটি ৫০ লাখ ফুলের গাছ
নিয়ন্ত্রিত যাত্রা শুরু করা বাগানটিতে বর্তমানে গাছের সংখ্যা ১৫ কোটি।



মিউজিয়াম অব দ্য ফিউচার

২০২২ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি সংযুক্ত আরব আমিরাতের বাণিজ্যিক রাজধানী দুবাইয়ে 'মিউজিয়াম অব দ্য ফিউচার' পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর ভবনের উদ্বোধন করা হয়েছে।

৭৭ মিটার লম্বা মিউজিয়ামটি নির্মাণ করতে সময় লেগেছে দীর্ঘ ছয় বছর। এর মধ্যে রয়েছে গ্লোবাল ইন্টেল্যাকচুয়াল সেন্টার। এছাড়া এটি একটি 'জীবন্ত গবেষণাগার' যা আরব বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় বিজ্ঞানীদের মধ্যে সহযোগিতামূলক উদ্ভাবনের চেতনাকে উৎসাহিত করতে ডিজাইন করে তৈরি করা হয়েছে। যাতে ভবিষ্যতের সর্বশ্রেষ্ঠ চ্যালেঞ্জগুলোর জন্য নতুন নতুন সমাধানে অনুপ্রাণিত করা যায়।

প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত খোলা থাকে। টিকিটের দাম ৪০ ডলার বা ১৪৫ দিরহাম। তিন বছরের কম বয়সী শিশু ও প্রতিবন্ধীরা বিনামূল্যে প্রবেশ করতে পারবে। পুরো জাদুঘর ভ্রমণে প্রায় দুই থেকে তিন ঘণ্টা সময় লাগে।



স্যার বানি ইয়াস দ্বীপ

স্যার বানি ইয়াস দ্বীপ আবুধাবির উপকূলের সবচেয়ে বড় দ্বীপ এবং এটি সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল নাহিয়ানের প্রাক্তন ব্যক্তিগত দ্বীপ ছিল। এখানে হাজার হাজার বড় মুক্ত-বিচরণকারী প্রাণী এবং কয়েক মিলিয়ন গাছপালা রয়েছে। এটি পাখি অভয়ারণ্যের পাশাপাশি বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ, অ্যাডভেঞ্চার সাফারি, কаяকিং, মাউন্টেন বাইকিং, তীরন্দাজ, হাইকিং মতো ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে প্রকৃতির অভিজ্ঞতার জন্য দুর্দান্ত জায়গা। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে আরবীয় অরিজ, সোমালি উটপাখি, গজেল এবং হরিণ, জিরাফ এবং ডলফিন থেকে শুরু করে অনেক প্রজাতির বসবাস এই দ্বীপে।

দ্বীপটি সারা বছর খোলা থাকে। স্যার বানি ইয়াস দ্বীপটি আবুধাবি শহর থেকে আড়াই ঘণ্টা দক্ষিণে অবস্থিত। আবুধাবি জেবল ডান্না বন্দর থেকে ফেরীর মাধ্যমে দ্বীপটিতে যেতে হয়। স্যার বানি ইয়াস দ্বীপ পরিবারকে নিয়ে ছুটি কাটানোর জন্য উপযুক্ত স্থান।



আবরা, দুবাই

'আবরা' একটি আরবি শব্দ। আবরা মানে খেয়া পারাপারের নৌকা। দুবাইয়ের ক্রিক নদীতে প্রতিদিন হাজারো মানুষ ২ দিরহামে নৌকা দিয়ে পার হোন। পারাপারের মধ্যে পর্যটকের সংখ্যাই বেশি। উলেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ প্রয়োজনে প্রতিদিন আবরা ব্যবহার করেন। দুবাইয়ে পর্যটকদের জন্য আবরা রাইড দারুণ উপভোগ্য। আপনাকে বাংলাদেশের ছোট ছোট নদী পারাপারের কথা মনে করিয়ে দেবে।

আবরা গুলোর অধিকাংশ চালক বাংলাদেশি। জীবিকানির্ভার করতে আসা এসব প্রবাসীরা ব্যস্তদিন কাটান ক্রিক নদীতে।



Mega Projects: Developments of Bangladesh

The Government of Bangladesh has taken to implement a huge infrastructural development project from 2009 -2023. Especially, thirteen growth-generating large projects (some of which have been already inaugurated) which are identified as “Mega Projects” have been brought under special supervision of the Hon’ble Prime Minister for rapid implementation. A high-pow-

ered “Fast Track Monitoring Committee” headed by Hon’ble Prime Minister has been formed for better administration of these projects. On the contrary, a “Fast Track Taskforce” has been formed headed by Principal Secretary, Prime Minister Office for supervising implementation of the decisions of “Fast Track Monitoring Committee.”



The Padma Multipurpose Bridge Project

The Padma Multipurpose Bridge, commonly known as the Padma Bridge is a two-level road-rail bridge across the Padma River, the main distributary of the Ganges in Bangladesh. It connects Munshiganj and Shariatpur district and a small part of Madaripur, linking the less developed southwest of the country to the northern and eastern regions. The bridge was inaugurated on 25 June 2022 by the Prime Minister Sheikh Hasina.

The bridge is considered to be the most challenging construction project in the history of Bangladesh, the steel truss bridge carries a four-lane highway on the upper level and a single track railway on the lower level. The bridge consists of 41 sections, each 150.12 m (492.5 ft) long and 22 metres (72 ft) wide, with a total length of 6.15 km (3.82 mi). It is the deepest bridge in the world, with piles installed as deep as 127 metres.

The bridge is expected to boost the GDP of Bangladesh by as much as 1.2 percent.

Dhaka Mass Rapid Transit Development Project



To reduce the traffic congestion by providing fast, safe, reliable, air-conditioned, time saving, electricity driven, environment-friendly, remote controlled state-of-the-art public transport system for Dhaka city and its adjoining areas, the present Government is implementing this project by forming Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL). The company has already completed of its First Phase. After completing this project, the city dwellers will enjoy a state-of-the-art Mass Rapid Transit (MRT) or Metro Rail Network in Dhaka Metropolis and adjoining areas.

The Rooppur Power Plant Project



The Rooppur Nuclear Power Plant will be a 2.4 GW nuclear power plant in Bangladesh. The nuclear power plant is being constructed at Rooppur of Ishwardi upazila in Pabna District, on the bank of the river Padma, 87 miles (140 km) west of Dhaka. It will be the country's first nuclear power plant, and the first of the two units is expected to go into operation in 2024. The VVER-1200/523 Nuclear reactor and critical infrastructures are being built by the Russian Rosatom State Atomic Energy Corporation.[4] In the main construction period, the total number of employees will reach 12,500, including 2,500 specialists from Russia. It is expected to generate around 15% of the country's electricity when completed.

Bangabandhu Tunnel Project



Bangabandhu Tunnel under the Karnaphuli River was the first such project in South Asia and an astonishing example of infrastructure. The overall progress of the tunnel construction is 94%. The tunnel is expected to slash the time it takes one to travel from Anwara to Patenga to just two and a half minutes. It currently takes over an hour – and sometimes two - to cross the Karnaphuli River using the Shah Amanat Bridge. The tunnel will greatly improve the traffic situation in Chittagong and promote the economic development of the country. Bangabandhu Tunnel has been constructed to develop Chittagong city under the “One City, Two Towns” model like Shanghai of China.

Construction of Payra Sea Port



The Payra Sea Port is pushing import and export opportunities for Bangladesh sharply upwards. The port's implantation was between Mongla port in the West and Chittagong port in the East. Both ports were groaning under the pressure and bumping up against their maximum capacity. A third port today not only eases that logistical burden, it also offers Bangladesh a new growth perspective. The inauguration of the port a few years ago was the first step in building Payra into a major player in Bangladesh's overseas trade.

পৃথিবীর প্রতি আহ্বান

প্রিয় পৃথিবী,
ভাল থাকার চেষ্টা করছো, জানি ভাল নেই। ভালো
থাকাটা তোমার হচ্ছে না। সৃষ্টিকর্তা তোমার জন্ম-
লগ্নে যতটুকু মায়া পৃথিবীজুড়ে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন,
তা দিনদিন বিলুপ্ত হয়ে যাওয়াতে তুমি বিধ্বস্ত। এ
জন্য তোমার বুক মাথা উঁচু করে চলা মানুষগুলো
ভীষণভাবে দায়ী।

অথচ শুরুতে দেখ, তোমার মায়াতে জড়িয়ে মানুষ
কত সুন্দর মিলেমিশে মাখামাখি করে জড়িয়ে থা-
কতো। তোমাকে কতই না ভালবাসতো। রক্তের
সম্পর্ক থেকে শুরু করে পাড়া-পড়শীর সকলেই
ছিল তোমার আপন।

তখন তোমার বুক জুড়ে সবুজের সমারোহ ছিল,
কোলাহল ছিল পাখির, পশুরা অভয়ে বিচরণ
করতো বুক ফুলিয়ে। তোমার ছিল সাজের বাহ-
ার, ছয়টা ঋতুতে তুমি কত রূপে, কত স্নিগ্ধত-
ায় নিজেকে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতে। গ্রীষ্ম, বর্ষা,
শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্তের প্রকৃতি তোমাকে
সাজাতো।

গ্রীষ্মের দাবদাহে অস্থির হলেও মানুষ সবুজের
ছোঁয়াতে স্বস্তি পেত। ছেলেপেলে বনেবাদাড়ে ঘুরে
সবখানে মধুমাসের প্রসাদ পেত। ব্যস্ততা শেষে

দিনের শেষ আলোয় একে অপরের মুখ চেয়ে মিষ্টি
হাসি দিতো; শুধু মায়া ছিল বলে।

বর্ষাতে তোমার থইথই রূপ। শরৎকালেতো উৎসব
লেগে যায়। হেমন্তে হিম নেমে জরা লাগলেও
বসন্তে তুমি আবার উৎফুল হতে। কিন্তু, যেদিন
থেকে মানুষ শুধু আমার শব্দটা শিখেছে তখন
থেকে সর্বনাশের সাড়ে সর্বনাশ প্রতিটা জায়গায়।

আমার শব্দটা মা-বাবাকে সন্তানের কাছে মায়ানীন
করে তুলে। ভাই বোনের খবর নিতে ভুলে যায়।
আত্মীয়রা পর হয়। পাড়া-প্রতিবেশি হয় অচেনা।

এতসব দূরত্বে সৃষ্টিকর্তা যান রেগে। আমরা হারিয়ে
ফেলি জ্ঞান। প্রথমে আমরা সবুজের ধ্বংস ডেকে
এনে তোমাকে করি শ্রী বিবর্জিত। তুমি হারাও
তোমার ঋতু কালীন রূপ। এখন কেবল প্রচণ্ড
দাবদাহ আর প্রচুর বর্ষন।

বন্যায় ডুবে যায় কিছু মানুষের সুখ-শান্তি। আবার
মানুষের মত দেখতে কিছু মানুষ নেয় সময়ের
সুযোগ। এখন তুমি পৃথিবী কেবল টাকার মাপক-
ঠিতে ক্ষমতা বিচার করে চলো। সবাই বলে সময়
কঠিন। অথচ সে সময়টা কঠিন করেছে আমরা।
সে কথা কেউ বলে না।

করোনা আসলো, আর এখন যুদ্ধ লেগে আরো
বিপর্যস্ত সবাই। আমাদের মায়াটুকু হারিয়ে আ-
মরা দিনদিন ধ্বংসের দিকে যাচ্ছি। সে বোধটুকুও
এখন আর কারো নেই। আমরা বোধটুকু হারিয়ে
একে অপরের দোষ খুঁজে সময় নষ্ট করে অসহ্য
করেছি পৃথিবী তোমায়।

সে দায় এড়ানোর সাধ্য কই আমাদের। দিনশেষে
বিচার তো হবেই, সৃষ্টিকর্তা সে দিনটাও রেখেছেন।
সময় শুধু আরো ধ্বংস ডেকে আনার, আরো
মায়ানীন হওয়ার। সেদিনটা আসার আগেই মায়া
নিয়েই পৃথিবী তোমার কাছে বিদায় চাই।

সুন্দর বিদায়! সেদিনটাতে চারপাশে সবাই আনন্দে
উৎফুল থাকুক নিজের স্বপ্ন পূরণের আনন্দে। ডুবে
থাকুক কোন সুখের স্পর্শে। প্রিয়তমার চোখে
চোখ রেখে কোন স্বামী হাজার বছর বেঁচে থাকার
ইচ্ছে পোষণ করুক।

ততদিন পৃথিবী তুমি সুস্থ আর সুন্দর থেকে।
আজ বিদায়!

ইতি,
মানুষের মত দেখতে কিন্তু মানুষ নয়।



কাজী ইসমাইল আলম

মহান স্বাধীনতা দিবসে বীর শহিদদের প্রতি
বিনম্র শ্রদ্ধা



MR. ABDUL JALAL BURHAN SAHIB
Founder
Sahab Group of Companies



SAHAB GROUP OF COMPANIES
Al Satwa, Bur Dubai, UAE

বাংলাদেশ অর্থনীতির
অগ্রযাত্রায় রেমিটেন্স যোদ্ধাদের
অবদানে মাল্টিনেট এক্সচেঞ্জ
গর্বিত সহযোগী।

Tomorrow made today.

Simple & Secure remittance service
Competitive pricing
Convenient cash payout locations
WPS processing

SWIFT: MULXAEAE



multinet trust exchange

exchanging trust since 1994

multinettrust.com

HEAD OFFICE: Shop No. B01, Bldg No. R1004 - 2, Wasl Properties, Wasl District Naif, Deira
P.O.Box 14780, Dubai, United Arab Emirates.

Tel. +971 4 2555685 / Ext: 704, Fax. +971 4 2500718

মহান বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের প্রতি
আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি



আলহাজ্জ মোহাম্মদ নূরুননবী রোশন
সভাপতি, বঙ্গবন্ধু পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটি, দুবাই
সদস্য, ফটিকছড়ি উপজেলা আওয়ামী লীগ

১৬ই
ডিসেম্বর
মহান বিজয় দিবস



এস এ মনির
সাধারণ সম্পাদক
বঙ্গবন্ধু পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটি, দুবাই

ই-পাসপোর্ট

ইস্যু / রি-ইস্যু

আবেদন দাখিলের নিয়ম



পাসপোর্ট

এর তথ্য পরিবর্তনের নিয়ম

www.epassport.gov.bd ওয়েবসাইটে আবেদন করতে হবে।

নিম্নোক্ত দলিলাদির অনুলিপি সহ আবেদনপত্র জমা দিতে হবে:

- ফি পরিশোধের রশিদ/প্রমাণক
- জাতীয় পরিচয়পত্র এবং/বা জন্ম নিবন্ধন সনদ
- শিক্ষার্থী ও সাধারণ শ্রমিকদের পরিচয়পত্র এবং ভিসা
- ইউ.এই সরকার প্রদত্ত আবাসিক পরিচয় পত্র (Resident ID)
- নবজাতকদের পাসপোর্টের আবেদন করার ক্ষেত্রে মা-বাবার পাসপোর্ট ও তাদের বিবাহ সনদ এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত ও বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত শিশুর জন্ম নিবন্ধন সনদ

এনরোলকালে স্ক্যানের জন্য দলিলাদির মূল প্রস্থ উপস্থাপন করুন।

মূল পাসপোর্ট সহ আবেদনকারীকে সশরীরে উপস্থিত হয়ে আবেদন দাখিল ও বায়োমেট্রিক এনরোলমেন্ট করতে হবে।

সতর্কভাবে আপনার পূর্ণাঙ্গ স্থায়ী ঠিকানা, মোবাইল নম্বর ও ইমেইল ঠিকানা লিখুন যাতে প্রয়োজনে সহজে আপনার সাথে যোগাযোগ করা যায়।

অনুগ্রহপূর্বক জেনে-বুঝে তথ্য প্রদান করুন। সঠিক তথ্য প্রদান করা ও যথাযথভাবে তথ্য উপস্থাপন করা আবেদনকারীর প্রাথমিক দায়িত্ব। কোন ভুল তথ্য প্রদান করলে বা কোন তথ্য গোপন করলে পাসপোর্ট যথাসময়ে ইস্যু/রি-ইস্যু করা দুরূহ হতে পারে।

জাতীয় পরিচয় পত্র/জন্ম নিবন্ধন সনদের সাথে পাসপোর্টের তথ্যের গড়মিল থাকলে ই-পাসপোর্টের আবেদন দাখিলের পূর্বে সেগুলি সংশোধন করে নিন।

ভিসা ও ভ্রমণ সংক্রান্ত জটিলতা পরিহারের স্বার্থে পাসপোর্টের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার কমপক্ষে আট মাস পূর্বে তা রি-ইস্যুর আবেদন করা যৌক্তিক।

পাসপোর্ট সংক্রান্ত কাজের ক্ষেত্রে মূল পাসপোর্ট সঙ্গে রাখুন।

ই-পাসপোর্টের আবেদনের জন্য প্রযোজ্য ফি (দিরহাম):

পৃষ্ঠা সংখ্যা	মেয়াদ	সাধারণ আবেদনকারী		শিক্ষার্থী ও সাধারণ শ্রমিকদের জন্য	
		সাধারণ	জরুরি	সাধারণ	জরুরি
৪৮	০৫ বছর	৪০৬	৬১০	১২৬	১৮৬
	১০ বছর	৫১০	৭১০	২০৬	৩০৬
৬৪	০৫ বছর	৬১০	৮১০	৬১০	৮১০
	১০ বছর	৭১০	৯১০	৭১০	৯১০



জাতীয় পরিচয়পত্রের (এনআইডি) আলোকে পাসপোর্টের তথ্য সংশোধনের আবেদন করা যাবে



কাজিকৃত তথ্য সহ ই-পাসপোর্ট ইস্যু/রি-ইস্যুর আবেদন করতে হবে

তথ্য পরিবর্তনের কারণ ও যৌক্তিকতা উল্লেখ করে 'লিখিত আবেদন' করতে হবে



দাবিকৃত তথ্যের সঠিকতা এবং আবেদনের ফলে সম্ভাব্য সৃষ্ট জটিলতার দায়িত্ব গ্রহণ করে নির্ধারিত ফরমে (dubai.mofa.gov.bd এ প্রাপ্ত) অঙ্গীকারনামা দাখিল করতে হবে

আঠারো বছরের কম বয়সীরা জন্ম নিবন্ধন সনদ দিয়ে আবেদন করতে পারবেন



পাসপোর্টের তথ্য পরিবর্তনের আবেদন করা হলে পাসপোর্ট রি-ইস্যুতে অতিরিক্ত সময়ের প্রয়োজন হতে পারে। এছাড়া, পাসপোর্টের তথ্য পরিবর্তনের সাথে পাসপোর্টধারীর ভিসা নবায়ন ও ভিসা প্রাপ্তির সম্পর্ক রয়েছে। সুতরাং আবেদনের পূর্বে বিস্তারিত জেনে-বুঝে আবেদন করার পরামর্শ দেওয়া যাচ্ছে।

ই-পাসপোর্টের আবেদনের

অগ্রগতি জানতে ভিজিট করুন

epassport.gov.bd

পাসপোর্ট সংক্রান্ত
তথ্য ও পরামর্শের জন্য

+8809666716445
www.epassport.gov.bd



বাংলাদেশ কনসুলেট জেনারেল
দুবাই, সংযুক্ত আরব আমিরাত
পাসপোর্ট ও ভিসা উইং





বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল

দুবাই, সংযুক্ত আরব আমিরাত

www.dubai.mofa.gov.bd

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

এ মর্মে জানানো যাচ্ছে যে, জনগণের দোড়গোড়ায় সেবা পৌঁছে দেওয়ার অভিপ্রায়ে দুবাই ও উত্তর আমিরাতের নিম্নোক্ত ছয়টি স্থান হতে নির্ধারিত সূচি মোতাবেক পাসপোর্ট, প্রবাসী কল্যাণ (WEWB) কার্ড, জন্ম নিবন্ধন, জাতীয় পরিচয়পত্রসহ অন্যান্য কনস্যুলার সেবা প্রদান করা হয়:

বাংলাদেশ এসোসিয়েশন,
শারজাহ শাখা
০৬-৫৫৫-৯৯৭৬

ওয়াহাত আল ফালাজ টাইপিং
সেন্টার, হাতা
০৫০-৫৩৪-০৩৮৪

এ এম টাইপিং সেন্টার,
আজমান
০৫৫-৬৭৪-৭০২৭

বাংলাদেশ এসোসিয়েশন,
ফুজাইরাহ শাখা
০৯-২৭৭-০৭৪৬

আস সালাম টাইপিং সেন্টার,
রাস-আল-খাইমাহ
০৫২-১৭২-১৬৮৯

আল বারাকা টাইপিং সেন্টার,
জাবেল আলী
০৫৬-৫৮০-৩১৯৭

বাংলাদেশ কনস্যুলেট প্রাঙ্গণ ও উপর্যুক্ত ছয়টি কেন্দ্রে কনস্যুলেটের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উপস্থিতিতে পূর্বঘোষিত সূচি অনুযায়ী কনস্যুলার সেবা প্রদান করা হয়। উপর্যুক্ত কনস্যুলার কেন্দ্র ব্যতীত অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি কনস্যুলার সেবা প্রদানের সাথে জড়িত নন। এ ধরনের প্রতিশ্রুতি প্রদান প্রতারণামূলক ও অপরাধযোগ্য।

- দূতালয় প্রধান

চিকেন ফ্রাই উইথ স্পাইসি ডিপ

উপকরণঃ

মুরগির বুকের মাংশ ১/২ কেজি , লেবুর রস ১ টেবিল চামচ, বেসন ১ টেবিল চামচ, মরিচ গুঁড়া ১ চামচ, গোল মরিচ গুঁড়া ১/২ চামচ, চাট মসলা ১ চামচ, তান্দুরি মসলা ১ চামচ, ১/২ চা চামচ গরম মসলা গুঁড়া, ১ চা চামচ কাঁচা মরিচের সস, ১ চা চামচ লাল মরিচের সস, ১/৪ চামচ বেকিং সোডা, ১ টি ডিমের সাদা অংশ ও পরিমাণ মতো লবণ, ময়দা ১/৪ কাপ, কর্ণ ফ্লাওয়ার ১/৪ কাপ, লবণ ১/২ চামচ ও গোল মরিচ গুঁড়া ১/২ চা চামচ ও ভাবার জন্য পরিমাণমতো তেল ডিপের জন্য ১ টেবিল চামচ তেল, ১ টি পিয়াজ কুচি , ২টি শুকনো মরিচ, ১ চা চামচ আস্তুরি জিরা, ২টি লবঙ্গ, ১টি এলাচি, ১ টুকরো দারুচিনি, ২/৩টি কাঁচা মরিচ কুচি ১ চা চামচ আদা বাটা, ১ চা চামচ রসুন বাটা, ১/২ চা চামচ মরিচ গুঁড়া, ১/২ চা চামচ গরম মসলা গুঁড়া, ১/২ চা চামচ হলুদ গুঁড়া, ১/২ কাপ টমেটো টুকরো করে কাটা কাটা, ১ টেবিল চামচ ধনেপাতা ও পুদিনাপাতা কুচি, ১ চা চামচ কাসুরিমেতী ও লবণ পরিমাণমতো।

প্রণালিঃ

প্রথমে ময়দা, কর্ণ ফ্লাওয়ার, গোল মরিচ গুঁড়া ও লবণ মিজ করে পাশে রাখুন। এবার বাকি উপকরণ দিয়ে মুরগির মাংশ গুলো মেখে রাখুন ১০ মিনিট এর পর ময়দার মিশ্রণে গড়িয়ে গরম তেলে মিডিয়াম আঁচে দুই পাশ গলডেন করে ভেজে নিন। এবার ডিপের জন্য একটি পাত্রে তেল দিয়ে লবঙ্গ, এলাচি, দারুচিনি, জিরা ও শুকনো মরিচ দিয়ে পিয়াজ কুচি, আদা, রসুন বাটা, টমেটো ও বাকি সব মসলা দিয়ে কষিয়ে সামান্য পানি দিয়ে বেগুনে বেগুনে করে নিন। ভেজে রাখা চিকেনের সাথে এই ডিপ দিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন।



ফাহিমদা চৌধুরী
রন্ধন শিল্পী

Congratulations to all Bangladeshi and UAE Nationals on
its 52nd Year Celebration!



Our Services:

- VAT Returns Assistance
- Trade Licence Processing
- Investor Visa Processing
- Local Sponsor Service
- Visit Visa Processing
- Family Visa Processing



Kamal Hossain Sumon
Consultant



alManama
Business Man Services LLC
لخدمات رجال الأعمال ذم

Contact: +971 55 442 3742

Opp. Economic Department, Makkah Street, Rawda-2, Ajman - UAE

Email: almanama.info@gmail.com | www.almanama.info



AL NAJM ALLAME
RESTAURANT & CAFETERIA

The Taste You Love

+971 4 2693133
+971 50 5831620
+971 50 5345274

বিয়ে বাড়ির আয়োজন

আঁরার মেজবান আঁরার ঐতিহ্য

প্রতি শুক্রবার, শনিবার ও রবিবার
চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী মেজবানের
আয়োজন করা হয়

Hamriya Opp. Big Mosque, Near Union Cooperative & Dubai Hospital

আমিরাতে সড়ক দুর্ঘটনার শিকার প্রবাসীদের
আর্থিক ক্ষতিপূরণ আদায়ের
সার্বিক সহযোগিতা ও আইনি পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন



Abdulrahman Alshaali
Advocate
and Legal Consultant



ABDULRAHMAN ALSHAALI
ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS

AL MASAOD TOWER 2, OFFICE 703, PORT SAEED, DEIRA, DUBAI

Mobile: +971 56 3856480

Email: abdulrahman@alshaalilegal.com



**AL HADAF
BUSINESSMEN
SERVICES**

Our Services

- Business Setup (Mainland & Freezone)
- Company Liquidation Services
- Amer & Tasheel Services
- Dubai Economy Services
- Emirates ID Services & Medical Services
- Vat & Corporate TAX Registration Services
- All Kind of Insurance Services
- MOA Services & Notary Public Services
- Embassy & Consulate Services Assistance
- All Kind of Visa Assistance & PRO Services

050 349 9967, 056 668 8605, 050 384 7773

Email: **alhadafbms@gmail.com**

Sharjah: China Market, behind markaz masjid, Shop# 12
Industrial Area 10, Sharjah

Ajman: Al Rawda 2, Ajman - UAE



Zahed Uddin Abdul Aziz
Managing Director

বাংলাদেশে অটিজমের সামগ্রিক অবস্থা, প্রতিবন্ধকতা এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা

অটিজমঃ

অটিজম একটি মস্তিষ্কের বিকাশ জনিত সমস্যা, যার কারণে শিশুর দৈনন্দিন জীবনে সামাজিক যোগাযোগ, দৈনন্দিন আচরন, সমবয়সী বা অন্যদের সাথে সম্পর্ক তৈরী, বয়স উপযোগী খেলাধুলা করা, ভাষার বিকাশ এসব কিছুই ব্যহত হয়।

লক্ষনঃ

সাধারণত অটিজমের লক্ষনসমূহ ১২ মাস থেকে তিন বছর বয়সের মধ্যে প্রকাশ প্রায়। প্রধান লক্ষনগুলোর মধ্যে রয়েছে চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে না পারা, কথা বলতে সমস্যা এবং কোন ক্ষেত্রে একেবারেই কথা বলতে না পারা, একা থাকা ও বয়স উপযোগী খেলা করতে না পারা, কথা বা শব্দের পুনরাবৃত্তি ইত্যাদি।

অটিজম সনাক্তকরণ ও থেরাপীর ধরনঃ

গুরুত্বপূর্ণ উপরোক্ত লক্ষনগুলোর উপর ভিত্তি করে কাউকে অটিজম আক্রান্ত হিসেবে আখ্যায়িত করা যাবে না। অটিজম বিশেষজ্ঞদের দ্বারা উপযুক্ত এসেসমেন্টের মাধ্যমে এটি শনাক্ত করা হয়। শিশুর সমস্যার ধরন অনুযায়ী সঠিক থেরাপী পদ্ধতি নির্বাচন করা খুব জরুরী। অন্যথায় এটি আশানুরূপ কার্যকর নাও হতে পারে।

যেহেতু এটি একটি স্থায়ী অবস্থা, কোন রোগ নয়। তাই চিকিৎসা বা ঔষধ ব্যবহার করে এটি নিরাময় করা সম্ভব নয়। তবে সঠিক সময়ে এটি শনাক্ত করে এবং এসেসমেন্টের উপর ভিত্তি করে উপযোগী পদক্ষেপ গ্রহন যেমন বিহেভিয়ার ম্যানেজমেন্ট, স্পীচ থেরাপী, এবিএ থেরাপী, অকুপেশনাল থেরাপীর মাধ্যমে তাদের অবস্থা ও জীবনযাত্রার মান উন্নত করা সম্ভব। যেহেতু অটিজম আক্রান্ত শিশুদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় এবং মানসিক, শারীরিক ও আচরনিক বৈচিত্রের কারণে তাদের থেরাপী পদ্ধতিও ভিন্ন হবে।

বৈশ্বিক পরিসংখ্যানঃ

২০২৩ সালের সেন্টারস ফর ডিজিজ কন্ট্রোল এন্ড প্রিভেনশন (সিডিসি) পরিসংখ্যান অনুযায়ী, প্রতি ৩৬ জন শিশুদের মধ্যে ১ জন শিশু অটিজমে আক্রান্ত হচ্ছে। যেখানে ২০২১ সালে ৪৪ জন শিশুদের মধ্যে ১ জন শিশু অটিজমে আক্রান্ত হয়েছিল। প্রায় ৭৫ মিলিয়ন ব্যক্তি বা পৃথিবীর সামগ্রিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে ১% অটিজমে আক্রান্ত। প্রতি বছর ১০ থেকে ১৭ শতাংশ হারে অটিজমের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা খুবই উদ্বেগজনক। আক্রান্তদের মধ্যে ছেলে ও মেয়ে শিশুদের অনুপাত ৪:১।

বাংলাদেশে অটিজমের সামগ্রিক অবস্থাঃ

বিশেষজ্ঞদের মত অনুযায়ী, বাংলাদেশে অটিজম আক্রান্ত শিশুদের সংখ্যা অন্যান্য দেশের মত আশঙ্কাজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের তথ্য মতে দেশে ২ দশমিক ৮৭ শতাংশ ব্যক্তি অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। এ হিসেবে দেড় লাখ ব্যক্তি অটিজম আক্রান্ত যেখানে প্রতি বছর নতুন করে ১ হাজার ৫০০ শিশু যোগ হয়, যা দৈনিক গড়ে চার জনেরও বেশি। সমাজসেবা অধিদপ্তরের প্রতিবন্ধী শনাক্তকরণ জরিপে (২০২০-২১) বর্তমানে বাংলাদেশে অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশুর সংখ্যা প্রায় ৬১ হাজার। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অন্য একটি জরিপে (২০১৩ সাল) বলা হয়েছে, ঢাকা শহরে অটিস্টিক শিশুর সংখ্যা গ্রামাঞ্চলের তুলনায় কয়েক গুণ বেশি।

বাংলাদেশে বিগত কয়েক বছরে অটিজম সংক্রান্ত বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিসহ ব্যাপক ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে।

সচেতনতার অংশ হিসেবে ২০১৫ সাল থেকে অন্যান্য দেশের পাশাপাশি বাংলাদেশেও প্রতি বছর ২ এপ্রিল বিশ্ব অটিজম দিবস পালিত হচ্ছে।



তাদের সর্বপ্রকার সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছেঃ

সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৯ (১) ও (৩), ২৭, ২৮, (১), (২) ও (৪) এবং ২৯ (১) অনুযায়ী অবহেলিত, পশ্চাৎপদ, দরিদ্র, এতিম, প্রতিবন্ধী এবং অনগ্রসর মানুষের কল্যাণ ও উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের জন্য সরকার কর্তৃক গৃহীত হয়েছে স্নায়ুবিকাশজনিত সমস্যা এনডিডি ব্যক্তিসহ সব ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য নিউরো ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন, ২০১৩, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ এবং প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা, ২০১৯।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসহ বর্তমান সরকার এক্ষেত্রে তাদের অবস্থার পরিবর্তন ও জীবনযাত্রার মান উন্নত করার জন্য সক্রিয়ভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। অটিজম আক্রান্ত শিশু ও ব্যক্তিদের সমাজ ও পরিবারে গ্রহণযোগ্যতা এবং দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষাসহ বিভিন্ন ধরনের পেশাগত প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রতিবন্ধকতা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাঃ

শহরে অটিজম সম্পর্কে সচেতনতা ও ইতিবাচক মনোভাব থাকলেও বাংলাদেশের অনেক গ্রামাঞ্চলে এই বিষয়ে এখনও অন্ধকারে আচ্ছন্ন রয়েছে। এখনো এই শিশুদের মনে করা হয় বাবা-মায়ের পাপের ফসল, জ্বীনে আক্রান্ত বা



পাগল। উপযুক্ত শিক্ষা বা চিকিৎসার পরিবর্তে তাদের ওঝা বা কবিরাজি দ্বারা ঝাড়ফুঁক করানো হয়। ফলশ্রুতিতে তাদের অবস্থার আরো অবনতি ঘটে।

সরকার এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলো কর্তৃক যদি

শহর ছাড়াও গ্রামের এইসব প্রত্যন্ত অঞ্চলের সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের জন্য বিশেষ শিক্ষার পাশাপাশি ভ্রাম্যমান বা হাসপাতাল গুলিতে বিনা মূল্যে থেরাপিউটিক সার্ভিস প্রদান করা হয়, বিভিন্ন ধরনের সচেতনতা মূলক কার্যক্রম ও পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়, তবে তাদের অবস্থার উন্নয়নসহ গ্রামীণ সমাজে ও পরিবারে তাদের গ্রহণযোগ্যতা বেড়ে যাবে।

যদিও বেসরকারী পর্যায়ে ও সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন স্থানে বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও থেরাপী সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে, তবে তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। আর তাদের চিকিৎসা পদ্ধতি অনেক ব্যয়বহুল হবার কারনে তা সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে। সেক্ষেত্রে এ বিষয়ে দক্ষ জনগোষ্ঠী তৈরী করা, থেরাপী সেন্টার ও আরও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশে অটিজম সম্পর্কিত গবেষণা কেন্দ্রের স্বল্পতার কারনে সঠিক তথ্য-উপাত্তসহ গবেষণার দিক দিয়ে কিছুটা পিছিয়ে আছে। সেক্ষেত্রে সরকারী বা বেসরকারী পর্যায় গবেষণা কেন্দ্রের

মাধ্যমে গবেষকরা অন্যান্য উন্নত দেশগুলোর সাথে তাল মিলিয়ে নিয়মিত তথ্য-উপাত্ত পেতে পারেন।

তাদের শিক্ষা ও চিকিৎসা ব্যবস্থা মানুষের সামর্থের মধ্যে নিয়ে আসার জন্য আরও সরকারী প্রতিষ্ঠান স্থাপনার পাশাপাশি বেসরকারী ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে এধরনের প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ক্ষেত্রে। সেই সাথে শিশুদের পাশাপাশি বড়দের জন্য উপযুক্ত পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করাটাও জরুরী।



ফারহানা খান

সিনিয়র বিহেভিয়ার থেরাপিস্ট ও অটিজম স্পেশালিষ্ট,
দুবাই হেলথ অথরিটি লাইসেন্সড,
দুবাই হেলথ কেয়ার সিটি

জয় বাংলা

আল্লাহ সর্বশক্তিমান

জয় বঙ্গবন্ধু

মহান বিজয় দিবসে স্বাধীনতার স্থপতি জাতির পিতা

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা



ইব্রাহিম ওসমান আফলাতুন সিআইপি
উপদেষ্টা
বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশন
বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় কমিটি



মোহাম্মদ নিজাম উদ্দিন
সভাপতি
বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশন
ইউ এই কেন্দ্রীয় কমিটি



জাফর চৌধুরী
সাধারণ সম্পাদক
বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশন
ইউ এই কেন্দ্রীয় কমিটি



জিয়া উদ্দীন জিয়া
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক
বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশন
ইউ এই কেন্দ্রীয় কমিটি



বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশন
সংযুক্ত আরব আমিরাত



১৯৭১ সালের সকল বীর শহীদদের প্রতি জানাই

গভীর
শ্রদ্ধাঞ্জলি

BILLAL HOSSAN

MANAGING DIRECTOR



FOR MORE INFO
+971-04-272 5259,



Al Mina Road, Al Meena Residence,
Showroom Number: 4, Ground Floor, Dubai - U.A.E.



আমিরাতে পোল্ট্রি ব্যবসায় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন ইব্রাহিম ওসমান আফলাতুন সিআইপি

মানুষ তার কর্মের মাধ্যমেই সফলতা অর্জন করে। এ ক্ষেত্রে পরিশ্রমী মানুষরা সবচেয়ে বেশি এগিয়ে যায়। কারণ পরিশ্রম মানবসমাজের সৌভাগ্য ও উন্নতির শ্রেষ্ঠ উপায়। পৃথিবীর সব কাজই পরিশ্রম সাপেক্ষ। যথোপযুক্ত শ্রমের দ্বারাই মানবজীবনের সৌভাগ্যের সূচনা হয়। কাজেই ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনের সর্বত্র পরিশ্রমই উন্নতির মূল চাবিকাঠি। মনোযোগ সহকারে নিজ কাজের প্রতি যত্নশীল হওয়াটাই মূলত পরিশ্রম। কাজের প্রতি যত্নশীল হয়ে এগিয়ে যাওয়া মানুষগুলো জীবনে সফল হোন।

সংযুক্ত আরব আমিরাতে কর্মদক্ষতা, শ্রম ও সততা দিয়ে সফল হয়েছেন সিআইপি ইব্রাহিম ওসমান আফলাতুন। ১৯৬৯ সালে সৌদি আরবের জেদ্দায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি। ১৯৭১ সালে পরিবারের সঙ্গে সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইয়ে আসেন। আমিরাতে এসে ধর্মীয় মাদ্রাসায় জ্ঞান অর্জন করার পাশাপাশি ১০ বছর বয়স থেকেই বাবার গ্রোসারি ও গাড়ির এক্সেস-রিস দোকানে সময় দিতেন। ১৯৮৯ থেকে ৯৪ সাল পর্যন্ত মাত্র ৯০০ দিরহামে চাকুরী করেছেন দুবাই মিনিউসিপালিটির মাঠ পর্যায়ে।

ব্যবসা যার মননে তাকে তো চাকুরিতে ধরে রাখা যায় না। ১৯৯৭ সালে স্ত্রীর সহযোগিতায় ও নিজের জমানো টাকায় রাস আল খাইমায় ফজলে ইব্রাহিম নামে চিকেন শপ চালু করেন। সেই থেকেই পেছনে তাকাতে হয়নি সাহসী এই মানুষটিকে। সাহসী বলার কারণ হলো, সাহস ছাড়া ব্যবসা করা সম্ভব না। লাভ-ক্ষতি দুটি মেনে নেওয়ার মানসিকতা থাকাটা ব্যবসার প্রথম শর্ত। সাহসিকতার মাধ্যমে বর্তমানে নিজের নামে গড়ে তুলেছেন একাধিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। তারমধ্যে অন্যতম মুরগি সাপ্লাইয়ার প্রতিষ্ঠান। আমিরাতের ছোট-বড় সুপার মার্কেট, গ্রোসারিতে প্রতি মাসে ৬০-৭০ হাজার মুরগি বাজারজাত করেন নিজ কোম্পানির মাধ্যমে। প্রতিষ্ঠিত মুরগি ব্যবসার পাশাপাশি রয়েছে রিয়েল এস্টেট এবং কনস্ট্রাকশন ব্যবসাও।

একজন সফল ব্যবসায়ীর পাশাপাশি কমিউনিটিতে মানবিক মানুষ হিসেবে পরিচিত। করোনাকালীন সময়ে অসংখ্য প্রবাসীর পাশে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। বিদেশে জন্ম নিলেও বাবার জন্মভূমি কক্সবাজারে প্রায়ই যাতায়াত করেন। কক্সবাজারে নিজ খরচে নির্মাণ করেছেন

মসজিদ, মাদ্রাসা, এতিম খানা, স্কুলসহ স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সহযোগিতা করেন নিয়মিত। এছাড়া সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে রয়েছে তাঁর বিচরণ। যার ফলে ইতোমধ্যে তিনি কমিউনিটিতে অতি পরিচিত ও সম্মানিত হয়ে উঠেছেন। দুবাইয়ে বাংলাদেশি মিশনসহ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোর বিভিন্ন অনুষ্ঠান বাস্তবায়নে রাখেন ভূমিকা। এর প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সামাজিক-সাংস্কৃতিক কেন্দ্র উম্ম আল কুয়াইন ও রাস আল খাইমার উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। তিনি আমিরাত সরকারের নিবন্ধিত বাংলাদেশ সমিতি দুবাইয়ের পরিচালক ও ডেপুটি চেয়ারম্যান। রাজনৈতিক সচেতন ইব্রাহিম ওসমান আফলাতুন বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশন কেন্দ্রীয় কমিটির উপদেষ্টার দায়িত্বেও রয়েছেন।

পাঁচ সন্তান ও স্ত্রী নিয়ে আজমানের নিজস্ব মালিকানাধীন বাসভবনে থাকেন ইব্রাহিম ওসমান আফলাতুন। পাঁচ সন্তানের মাঝে সবার বড় মাদিহা ইব্রাহিম, তারপর যথাক্রমে সামিহা ইব্রাহিম, মুহাম্মদ ইব্রাহিম, বদ্রিয়া ইব্রাহিম ও মারিয়াম ইব্রাহিম। সন্তানরা নিজ নিজ জায়গা থেকে স্বাবলম্বী।



বাংলাদেশের অর্থনীতি এবং কর্মশক্তির উপর কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রভাব

বিমূর্ত: এই গবেষণাপত্রটি বাংলাদেশের অর্থনীতি এবং এর কর্মশক্তির জন্য একটি উদ্ভাবনী হাতিয়ার হিসাবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (AI) বর্তমান অবস্থাকে সমালোচনামূলকভাবে মূল্যায়ন করে। একজন ভবিষ্যৎ প্রযুক্তি উদ্যোক্তা এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার একজন বিশেষজ্ঞ হিসেবে, আমি অন্বেষণ করার লক্ষ্য রাখব, বিশেষ করে কৃত্রিম সুপার-বুদ্ধিমত্তা, বাংলাদেশের বর্তমান শ্রমশক্তির সমগ্র ইকোসিস্টেম এবং দৃষ্টান্তকে পুনর্নির্মাণ করার সম্ভাবনাসহ একটি বিপ্লবী শক্তি কিনা, অথবা যদি এটি সাধারণ মানুষ এবং মধ্যম আয়ের অংশের জীবনের জন্য একটি বিঘ্নকারী এবং সম্ভাব্য ক্ষতিকারক হুমকির অধিকারী।

ভূমিকা: এআই প্রযুক্তির দ্রুত অগ্রগতি বিশ্বব্যাপী উল্লেখযোগ্য অগ্রহ এবং উদ্বেগ তৈরি করেছে। বাংলাদেশ, একটি উন্নয়নশীল অর্থনীতি হিসাবে, তার অর্থনৈতিক ল্যান্ডস্কেপ এবং কর্মশক্তি গঠনে এআই-এর ভূমিকা নির্ধারণের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এআই-এর ইতিবাচক প্রভাব:

বর্ধিত দক্ষতা এবং উৎপাদনশীলতা: AI এর বিভিন্ন শিল্পের দক্ষতা এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে, যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখে। পুনরাবৃত্তিমূলক কাজগুলির স্বয়ংক্রিয়তা খরচ শাস্রয় এবং উন্নত অপারেশনাল কার্যকারিতা হতে পারে।

উদ্ভাবন এবং প্রতিযোগিতা: এআই স্বাস্থ্যসেবা, কৃষি এবং অর্থের মতো খাতে উদ্ভাবন চালাতে পারে, যা

বাংলাদেশকে বৈশ্বিক মঞ্চে আরও প্রতিযোগিতামূলক করে তোলে।

এআই-সম্পর্কিত ক্ষেত্রগুলিতে চাকরির সৃষ্টি: এআই প্রযুক্তির বিকাশ এবং প্রয়োগ গবেষণা, উন্নয়ন এবং রক্ষণাবেক্ষণে নতুন কাজের সুযোগ তৈরি করে।

কর্মশক্তির উপর ইতিবাচক প্রভাব: দক্ষতা বৃদ্ধি: এআই-এর একীকরণের জন্য আপস্কিলিং এবং রি-স্কিলিংয়ের প্রয়োজন হতে পারে, যা কর্মশক্তির জন্য নতুন, চাহিদামতো দক্ষতা অর্জনের সুযোগ প্রদান করে।

হিউম্যান-এআই সহযোগিতা: এআই মানুষের সক্ষমতা বাড়াতে পারে, যার ফলে সহযোগিতামূলক কাজের পরিবেশ তৈরি হয় যা মানুষের অন্তর্দৃষ্টি এবং মেশিনের সূক্ষ্মতা উভয়ই লাভ করে।

সম্ভাব্য উদ্বেগ এবং নেতিবাচক প্রভাব: চাকরির স্থানচ্যুতি: স্বয়ংক্রিয়তা কিছু সেক্টরে চাকরির স্থানচ্যুতি ঘটাতে পারে, যাতে পুনঃকর্মসংস্থান এবং দক্ষতা পরিবর্তনের জন্য সক্রিয় পদক্ষেপের প্রয়োজন হয়।

অর্থনৈতিক বৈষম্য: AI এর সুবিধাগুলি সমানভাবে বিতরণ করা নাও হতে পারে, যদি অ্যাক্সেস এবং সুযোগগুলি সুষমভাবে পরিচালিত না হয় তবে সম্ভাব্য অর্থনৈতিক বৈষম্যকে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে।

নৈতিক ও সামাজিক চ্যালেঞ্জ: এআই-এর উত্থান

অ্যালগরিদমের পক্ষপাতিত্ব, গোপনীয়তা সমস্যা এবং এআই প্রযুক্তির দায়িত্বশীল ব্যবহারসহ নৈতিক উদ্বেগকে উত্থাপন করে।

উপসংহার: বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এআই-এর বর্তমান অবস্থা একটি দ্বৈত-ধারী তলোয়ার উপস্থাপন করে। যদিও ইতিবাচক রূপান্তরের অপার সম্ভাবনা রয়েছে, সম্ভাব্য নেতিবাচক প্রভাবগুলি প্রশমিত করার জন্য সতর্ক বিবেচনা এবং কৌশলগত পরিকল্পনা প্রয়োজন। নীতিনির্ধারক, শিল্প নেতৃবৃন্দ এবং একাডেমিয়াদের জন্য সহযোগিতামূলকভাবে কাঠামো ডিজাইন এবং বাস্তবায়ন করা অপরিহার্য যেগুলি AI এর সুবিধাগুলিকে কাজে লাগিয়ে কর্মশক্তির মঙ্গল রক্ষা করে এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি প্রচার করে।

যেহেতু AI প্রযুক্তিগুলি বিকশিত হতে চলেছে, চলমান গবেষণা এবং অভিযোজিত কৌশলগুলি বাংলাদেশের অনন্য অর্থনৈতিক ল্যান্ডস্কেপের প্রেক্ষাপটে উদ্ভাবন এবং সামাজিক কল্যাণের মধ্যে জটিল ভারসাম্য নেভিগেট করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ হবে।



নেসার রেজা খান
বোর্ড সদস্য এবং সহ-থিঙ্কার
কিটমেক টেকনোলজিস



বিজয় DECEMBER
দিবসের শুভেচ্ছা



Mohammed Ayub Ali Babul (CIP)
Managing Director, Naam Garments
Sr. Vice President, Bangladesh Business Council, Dubai
General Secretary, NRB World



*We are specialized in all kinds of Uniforms, Home Textiles & T-shirt Embroidery.
High quality machine embroidery design, supplies & services.*



COMPANY UNIFORMS



ROUND NECK TSHIRT



TABLE CLOTHS



PILLOW COVER

NAAM GARMENTS, AJMAN
Tel: +971 6 7489627, Fax: +971 6 7489634, P.O.Box: 36189 (Dubai), Al Jurf, Ajman - UAE
Email: naamgarmentsajman@gmail.com / ayubbabul@hotmail.com

একটি বাংলাদেশে স্মৃতি
জাতির জনতার,
মারা বিশ্বের বিশ্বায় স্মৃতি
আমার অঙ্গবঙ্গর





Moh. Shah Jahan
Chief Executive



Jafar Alam
General Manager

Al Romaila Labour Community Market
Al Sanaia Labour Community Market
Al Jurf Labour Community Market

Cell: +971 50 339 9386, +971 50 927 6875
E-mail: mamllc44@gmail.com



BANGLADESH VICTORY DAY

*We salute those who
fought for our victory*



Mohammed Badiul Alam

Managing Director

Office Secretary
**Bangladesh Association Sharjah
UAE**



BANGLADESH ASSOCIATION SHARJAH

বাংলাদেশ সমিতি শারজাহ



AL TAWOOS TYPING

AL TAWOOS TOURS

AL TAWOOS TECHNICAL SERVICE

AL ZAJIL BUSINESSMEN SERVICE

AL ZARQA MOBILE PHONES TRADING LLC

AL KASSADI HOUSEHOLD TRADING LLC

AL AMEERA TYPING CENTRE, DUBAI

+971 6 554 9656

+971 55 6363 499

Near Mega Mall, Sharjah - UAE

bodiulalam2000@gmail.com

www.altawoostours.com

মহান বিজয় দিবসে বীর শহিদদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা



Md. Mazarul Islam Mahbub
Managing Director



Shefali Akter Akhi
Director

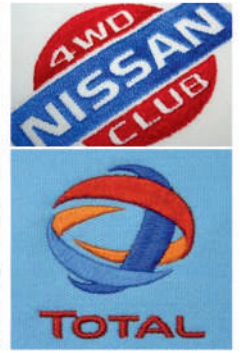
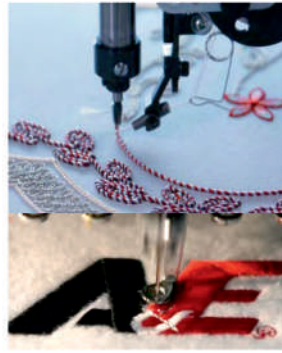
EGT

EXCELLENCE GENERAL TRADING LLC

Beside Al Buraq Garments, Near Lucky R/A, New Industrial Area, Ajman



Large format Sublimation & UV Printing, DTF Printing, Direct Garments and Screen Printing Etc.



AL BURAQ GARMENTS EMBROIDERY WORKSHOP LLC

Machine Embroidery Designs, we Offer high quality machine embroidery designs, Supplies & Services.

We are doing all kinds of uniforms And Home textile T-Shirt Embroidery, All Kinds of Embroidery.

Mob: 050 6374855, 050 7998355, Tel: 06 7408525, 06 5731866, Fax: 06 7435798

P.O.Box: 15454, New Industrial Area, Ajman - United Arab Emirates

Email: excelanec112@gmail.com, orientgf2010@gmail.com, alburaggarments@gmail.com

www.mahbubgroup.com, www.alburaggarmentsembroidery.com



ইব্রাহিম ওসমান আফলাতোন (সি আইপি)

চেয়ারম্যান, আফলাতোন গ্রুপ অব কোম্পানিজ

পরিচালক ও ডেপুটি চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সমিতি, দুবাই

উপদেষ্টা, বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশন কেন্দ্রীয় কমিটি

উপদেষ্টা, বাংলাদেশ সামাজিক - সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, রাস আল খাইমাহ

উপদেষ্টা, বাংলাদেশ সামাজিক - সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, উম্ম আল কুয়াইন

লাইফ মেম্বর, বাংলাদেশ সমিতি শারজাহ



➤ Poultry Meats Preparation ➤ Wholesale of Living Poultry Trading ➤ Retail sale of Poultry

AFLATOON CHICKENS

AL GHUBSHA CHICKENS SLAUGHTERING

+971 50 627 0171

Ras Al Khaimah - UAE

AFLATOON GROUP OF COMPANIES



Mohammed Ibrahim Osman Aflatoon

Director, IK Real Estate LLC

Director, Bangladesh Association Dubai



IK REAL ESTATE LLC

+971 50 627 0171 ✉ ikconstruction5500@gmail.com



AFLATOON GROUP OF COMPANIES

P.O.Box: 2722, Rawda 2, Ajman - UAE

VICTORY DAY
BANGLADESH

DECEMBER

16th

ECO-FRIENDLY BAGS

Whether you're looking for a greener way to advertise or you need supplies or giveaways for an Earth Day or eco-friendly event, **we've got you covered.**



Gifts Speak When Words Fail...



+971 55 228 7869
+971 54 355 4749



Shop 4 & 5, Rashidiya Building,
Rashidiya 2, Ajman - UAE



sahra.advt@gmail.com
ceo@marwanevents.com



marwangifts



marwangifts



marwangifts.com



marwanevents.com